CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
অফার প্রসারিত হ'ল
১৬ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৩০ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিলামবাজারে রাজ্যের দুই যুবতীকে গণধর্ষণ, জড়িত ছয়জনই গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। প্রায় ৪২ ঘণ্টার মধ্যে নিলামবাজারে লোমহর্ষক দলবদ্ধ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত সব ধর্ষককে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃতদের আহাদ উদ্দিন, সামসুল উদ্দিন, আবু বক্কর, আমির আলি, আনোয়ার হুসেন এবং সুমন আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনার দুদিনের মধ্যেই সব কয়কটি ধর্ষককে গ্রেফতার করায় নিলামবাজার থানা তথা করিমগঞ্জের পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। তবে তাদের যাতে ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার সম্পন্ন হয়, তার জন্যও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এদিকে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার জানিয়েছেন প্রাথমিক তদন্তে গ্রেফতার ছয় অপরাধীর মধ্যে পাঁচ জনের ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার সূত্র পাওয়া গেছে। নাম উল্লেখ না করে পুলিশ সুপার বলেন, গ্রেফতার এক অপরাধী ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কোনও ক্লু এখনও পাওয়া যায়নি। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই কাণ্ড নিয়ে সমাজে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন কড়া নজর রেখেছে। জেলায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার। অপরাধীদের আইনানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ সুপার। সেই সঙ্গে ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারায় পুলিশ প্রশাসন কৃতিত্বের দাবি রাখে বলেও উল্লেখ করেন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক।

শনিবার রাতে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আব্দুল আহাদ প্রদত্ত বয়ানের সূত্র ধরেই নিলামবাজার পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব কয়টি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে। সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী জানান, রবিবার সকাল আনুমানিক পৌনে পাঁচটা নাগাদ নিলামবাজার থানা এলাকাধীন নলুয়া গ্রাম থেকে সমসুল হক, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একই থানা এলাকাধীন থামুয়া গ্রাম থেকে আবুবক্কর এবং পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি এলাকার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় পুলিশের সহযোগে অভিযান চালিয়ে আমির আলি, আনোয়ার হুসেন ও সুমন আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধর্ষণ কাণ্ডে ব্যবহৃত কেএ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষধর সাপের ছোবলে আহত টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ নভেম্বর।। সাপের কামড়ে আহত হল এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনা বড়মুড়া টিএসআর ক্যাম্পে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বড়মুড়াস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর কর্মী পীযূষ দাস। শনিবার রাতে সে প্রাকৃতিক কাজ করতে যায়। তখনই একটি বিষধর সাপ পীযূষ দাসকে কামড় দেয়।

এতে ঐ টি.এস. আর. জওয়ান আহত হয়। সাথে সাথে ক্যাম্পের অন্যান্য জওয়ানরা আহত পীযূষ দাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত টিএসআর জওয়ান পীযূষ দাসের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। জানা গেছে ওই টিএসআর জওয়ান বড়মুড়াস্থিত টার্নেল থেকে ডিউটি শেষে ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। তারপরই তাঁকে সাপে কামড় দেয়।

খোয়াইয়ে পথ দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। দীপাবলির সন্ধ্যায় বাইক ও বাই সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ষাটোর্ধ এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম হরিপদ দেব। বয়স ৬৫ বছর। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যায় খোয়াই শহরের গণকি ফায়ারসার্ভিস সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন সন্ধ্যায় বাইসাইকেল নিয়ে গণকি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে সুভাষ পার্ক বাজারে যাচ্ছিলেন হরিপদ দেব। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইক ওনাকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

ঘটনার পর হরিপদ দেবকে গুরুতর আহত অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। সেখান থেকে হরিপদ দেবকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেওয়া হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ত্রিপুরা

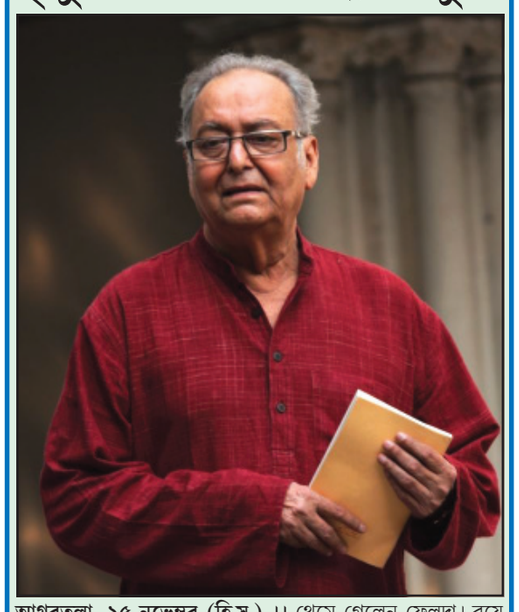

আগরতলা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) ।। থেমে গেলেন ফেলুদা। রয়ে গেল অপু। সেই প্রথম চলচ্চিত্রেই আপামর বাঙালির মনে রেখাপাত করতে পেরেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত সৃষ্টি "অপুর সংসার" থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। আজ জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি। রবিবাসরীয়ের দিন যে দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে তা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গকে নাড়িয়ে দিয়েছে তেমন নয়। ত্রিপুরাও আজ কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানিক দত্ত, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মণ সহ তাঁর অগুণিত গুণমুগ্ধ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানিক দত্তের কথায়, ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে ভালোবাসতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্যের প্রতি তাঁর আলাদা দরদ ছিল। পাহাড়ি অঞ্চল বলেই হয়ত প্রকৃতির টান তাঁকে ভীষণ আকৃষ্ট করত। মানিকবাবু বলেন, খুবই উঁচু মানের অভিনেতা ছিলেন তিনি। তাই, ত্রিপুরার দর্শকদের খুবই ভালোবাসতেন। ত্রিপুরাবাসীর আন্তরিকতাই তাঁকে বারবার এ-রাজ্যে টেনে এনেছে। আসলে, ত্রিপুরার মানুষের নাট্য অনুভূতি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্মৃতির পাতা উল্টে গলগল করে বলে যান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানিক দত্ত।

তিনি বলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে বহু পুরনো সম্পর্ক। তিনি আমাকে ভীষণ নির্ভর করতেন। তাই ২০০০ সালে বড়দোয়ালি স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে বাড়ির অমতেই ছুটে এসেছিলেন। কারণ, ওই সময় ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের প্রচণ্ড উৎপাত ছিল। সে-কারণে তাঁর ছেলেমেয়ে ত্রিপুরায় আসতে বারণ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু, তিনি আমার উপর ভরসা করে চলে আসেন, আবেগের সুরে বলেন মানিকবাবু। তাঁর কথায়, বিভিন্ন সময়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। প্রত্যেক বছর বিজয়া এবং নববর্ষে তাঁকে টেলিফোনে কুশল বিনিময় করেছি। তিনি বলেন, রূপম নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে ১৯৯৮ সালের ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত নাট্য-উৎসবে এসেছিলেন কিংবদন্তি ওই অভিনেতা। শ্রুতি নাটক "একটু সুখ"-এ তিনি অভিনয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় পোস্টঅফিস চৌমুহনী থেকে সমরাস্ত্র ট্যাঙ্ক সরিয়ে নেওয়া হল লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে। ছবি নিজস্ব।

রানীরবাজারে রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রবিবার সাতসকালে রানির বাজার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মৃত মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। অজ্ঞাত পরিচয় ওই মহিলা কানে কম শুনেন বলে জানা গেছে।

রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মহিলার মৃত্যুর সংবাদ স্থানীয় জনগণ রানির বাজার থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে রানির বাজার থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে মহিলার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। রেলের চাকায় ছিটকে পড়ে মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে পোস্টঅফিস চৌমুহনী থেকে সরানো হল সমরাস্ত্র ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় থেকে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে একটি কামান ও একটি আর্টিলারি গান স্মৃতি স্বরূপ রাখা ছিল। আজ এই কামান ও একটি আর্টিলারি গান এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে স্মার্ট সিটির দোহাই দিয়ে। এনিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে পক্ষে বিপক্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক একটি বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্টিকরণ দিলেন।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগরতলায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীর একটি যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ছিল যা একাত্তরের যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটি ট্যাঙ্ক ও একটি আর্টিলারি গান বন্দী ছিল।এছাড়াও একাত্তরের শহীদদের উৎসর্গীকৃত লিচুবাগানে সেনাবাহিনীর একটি ছোট যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ছিল।

লেফটেন্যান্ট অ্যালবার্ট এক্কাকে গঙ্গাসাগরের যুদ্ধের জন্য পরম বীরচক্র প্রদান করা হয়েছিল যা একাত্তরের ইন্দো-পাক যুদ্ধের অংশ ছিল। তিনি পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক আগরতলা বন্দী হওয়ার হাত থেকে বাঁচান। এই উভয় যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের সমন্বয়ে একটি বড় যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।২০১৩ সালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেনা ও সৈনিক বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিল। প্রকল্পটি ৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত দরপত্রের পরে স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় নেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে লিচুবাগানে আলবার্ট এক্কা যুদ্ধের স্মৃতিসৌধটি নির্মাণাধীন রয়েছে। লিচুবাগান পার্কে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে বিদ্যমান ৪০ ফুট বিজয়ের স্তম্ভের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে। ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি বন্দুকটি পোস্ট অফিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের তিন জায়গায় অগ্নিকান্ডে পুড়ল বসতঘর, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজধানীর ধলেশ্বর তরুণ সংঘ সংলগ্ন চন্দন চৌধুরীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রবিবার দুপুরে বাড়ির লোকজন আচমকা দেখতে পায় বাড়ির ত্রিতল থেকে ধুঁয়া বের হচ্ছে। তখন তাদের বুঝতে দেরি হয়নি যে অগ্নিসংযোগ ঘটেছে।

সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দ্রুত মহারাজগঞ্জ ফায়ার ষ্টেশন থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। খুব কম সময়ের মধ্যে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। দমকল বাহিনীর এক কর্মী জানান ধারনা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিন শটসার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে তেমন বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

আচমকা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে অগ্নি সংযোগের ফলে আহত হল এক মহিলা। ঘটনা বিশালগড় স্ট্যান্ড সংলগ্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়নগরে নেশার ঠেক, পুলিশী অভিযানে উদ্ধার ব্রাউন সুগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম জয়নগরের একটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। বাড়ির মালিক নেশা কারবারি আবু কাশেমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।ঘটনার বিবরণ দিয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার জানিয়েছেন তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে পশ্চিম জয়নগর এলাকার আবুল কাশেমের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য সামগ্রী মজুদ রয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে হানা দিয়ে যথারীতি সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী ও ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ১০০০ খালি কৌটা উদ্ধার হয়েছে।এইসব খালি কৌটাতে ব্রাউন সুগার বিক্রি করা হতো বলে জানিয়েছেন পশ্চিম থানার ওসি।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই সকালে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের জন্য পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে।

তার কাছ থেকে নেশা বাণিজ্যের আরো তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাম্পাহাওয়রে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। খোয়াই মহাকুমার চাম্পাহাওয়র থানা এলাকার বাদলা বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত মহিলার নাম পদ্মমালা দেববর্মা।

জানা গিয়েছে গতকাল রাতে নিজ বাড়িতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন পদ্মমালা দেববর্মা নামে ওই মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই মহিলা। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নিজ বাড়ি এলাকায় গভীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় কাঞ্চনপুর মহকুমায় আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট

কাঞ্চনপুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.)।। কাঞ্চনপুর মহকুমায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ এনে ১৬ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। রবিবার সন্ধ্যায় জম্পুই পাহাড়ে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন কমিটির পদাধিকারীরা।

এ-বিষয়ে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ-এর সভাপতি রঞ্জিত নাথ বলেন, ত্রিপুরা সরকার ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা ত্রিপুরায় তাঁদের পুনর্বাসনের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু, সমস্ত ব্রু শরণার্থীদের শুধু কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর দাবি, প্রশাসনিক বৈঠকে ১,৫০০ ব্রু শরণার্থীকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তাতে আমরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম এবং ৫০০ পরিবার কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ৫,০০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের প্রস্তুতি চলছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধান দফতর দরপত্র আহ্বান করেছে। দরপত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ১৯ নভেম্বর নির্ধারিত হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, ত্রিপুরা সরকার প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে কাঞ্চনপুর মহকুমাতেই ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে চাইছে। নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ-এর সভাপতি জানান, কাঞ্চনপুর মহকুমার মনু-ছৈলেংটা, গছিরামপাড়া, আনন্দবাজার, পুষ্পরামপাড়া, ভান্ডারিমা, নন্দিরাম এবং বিক্রমজয় পাড়ায় তাঁদের পুনর্বাসনে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই কাঞ্চনপুরবাসীর স্বার্থ রক্ষায় আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেন তিনি।

রঞ্জিত নাথের দাবি, এখন এ-বিষয়ে প্রশাসনের সাথে কোনও আলোচনায় আগ্রহী নই আমরা। কারণ, আগামীকাল আগরতলায় পুনর্বাসন ইস্যুতে বৈঠক হবে। তাই, জেলাশাসক আধিকারিক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, মুখ্যসচিব কিংবা মুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানালে তবেই আমরা আলোচনায় রাজি। তিনি বলেন, আগামীকাল থেকে বাজার-হাট, দোকানপাট, যানবাহন চলাচল, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি কাঞ্চনপুর মহকুমাবাসীর কাছে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৪০ ◘ ১৬ নভেম্বর ২০২০ ইং ◘ ৩০ কার্ত্তিক ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শেষকথা

গণতন্ত্রই সবসময়ে শেষকথা বলে। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসক অনেক সময়ই প্রবল ক্ষমতার দম্ভে সেকথা ভুলিয়া যায়। তাহার ফলও ভুগিতে হয়। যেমনটা ঘটিয়াছে আমেরিকার ভোটে। তাহাতে অন্তত প্রবাসী ভারতীয়রা কিছুটা হইলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। আমেরিকায় এমন বহু মানুষ আছেন যাঁহারা বছরের পর বছর সেখানে বসবাস করিলেও গ্রিন কার্ড পাননি। নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বিডেন প্রশাসনের এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পালা। প্রচার পর্বে তাঁহার দলের প্রতিশ্রুতি ছিল, অনথিভুক্ত ১ কোটি ১০ লক্ষ অভিবাসী মার্কিন গ্রিন কার্ড পাইবেন, যাঁহাদের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ভারতীয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের অভিবাসন নীতির জেরে এইচ-১ বি ভিসা নিয়ে আমেরিকায় বসবাসকরী ব্যক্তিদের স্বামী বা স্ত্রীদের সেদেশে কাজের অধিকারও কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল, যা মন থেকে মানিয়া নিতে পারেননি ভারতীয়রা। বিডেন প্রশাসন যদি ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে মার্কেটের উপর নির্ভরশীল ভিসানীতি গ্রহণ করে তাহা হইলেও বহু ভারতীয় উপকৃত হইবেন। গ্রিন কার্ডও পাইতে পারেন পাঁচ লক্ষ ভারতীয়, যা আশা জাগাইতেছে ভারতীয় প্রবাসীদের। আমেরিকার মানুষ যে রায় দিয়াছেন তাহাকে স্বাগত। আশা করা যায়, উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক আরও উন্নততর এবং দৃঢ় হইবে। এখন প্রশ্ন, ট্রাম্পের আমলে বজ্র আঁটুনি থেকে কবে আলগা হইবে ভারতীয় ভিসা?

ট্রাম্পের পরাজয় অস্বস্তি বাড়াইয়াছে এদেশের শাসক শিবিরের। কারণ দেশের মানুষ ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন ট্রাম্প ও মোদি যেন হরিহর আত্মা। তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের রসায়নটা বহু চর্চিত। ট্রাম্পের ভারত সফর নিয়ে মোদি সরকারের বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এদেশ। প্রায় ভেঙে পড়া অর্থনীতির সময়েও একদিনে দু'কোটি টাকা খরচ করিয়া নতুন রাস্তা তৈরির সাক্ষী থেকেছে ভারতবাসী। গরিবি যাহাতে দেখিতে না পান ডোনাল্ড ট্রাম্প সে কারণে তাঁর যাত্রাপথের বস্তি এলাকা ঢাকিয়া দেওয়ার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল দেওয়ালী। অতীতে যা কখনওই হয়নি, সেটাই দৃষ্টিকটুভাবে করিয়াছেন এ দেশের শাসক। অন্য একটি দেশে গিয়ে ভরা স্টেডিয়ামে 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠানে বহু ভারতীয় প্রবাসী দর্শকের উপস্থিতিতে এক পক্ষকে সমর্থন করে যেভাবে 'অব কি বার, ট্রাম্প সরকারের' স্লোগান তুলিয়াছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। পরের অভ্যন্তরীণ ভোটের রাজনীতিতে নাক গলানোর এই বাড়াবাড়ি সামাল দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে বিজেপি শিবির। বহু ক্ষেত্রে মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের মতাদর্শগত মিল ব্যুমেরাং হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। 'নমস্তে ট্রাম্প' করিয়াও ভারতের প্রাপ্তিযোগের অঙ্ক ছিল প্রায় শূন্যই। উল্টে দাদাগিরি দেখাইতে কখনও কখনও হুঙ্কার দিয়াছেন ট্রাম্প, ভারত সম্পর্কে অশোভন মন্তব্যও করিয়াছেন, যা ভারতীয়রা মানিয়া নিতে পারেননি। তাই ট্রাম্পের পরাজয়ে তাঁর নিকট বন্ধু মোদি যে সমালোচনার বাণে বিদ্ধ হ ইবেন তা স্বাভাবিক। তাই দিল্লিশ্বরের এখন উচিত, ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে নজর দেওয়া। নির্বাচনী ইস্তাহারেই বিডেনের দল অবশ্য ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্থায়ী সম্পর্ক গড়ির কথা বলেছিল। তবে বিডেনের জয় 'মাই ফ্রেন্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প' বলা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চাপে ফেলেছে। দেশের রাজনীতিতে বিরোধীদের সামনে তা বাড়তি একটু সুযোগ এনে দিল। কারণ সিএএ নিয়ে মোদি সরকারের নীতির কড়া সমালোচক বিডেন। বিডেন নয়াদিল্লির কাছে নতুন কোনও চরিত্র না-হলেও ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির মতাদর্শগত মিলের ধাক্কা এবার সামলাতে হবে বিজেপিকে। তা সংখ্যালঘু বিরোধিতার প্রশ্নেই হোক বা কাশ্মীর থেকে ৩৭০, প্রত্যাহারের প্রশ্নে। প্রধানমন্ত্রী মোদির 'অব কি বার ট্রাম্প সরকার' স্লোগান যে ব্যর্থ হয়েছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত বিজেপি-বিরোধী শিবির। তারা মনে করছে, আমেরিকার নির্বাচনে মোদির পছন্দের প্রার্থী হেরে যাওয়ায় তার প্রভাব এদেশের নির্বাচনেও পড়বে এবং সেই পথেই হারানো যাবে মোদিকে। কারণ ক্ষমতার দম্ভ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে মোদি-ট্রাম্পের মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত ছিলেন তখনই এদেশে করোনা সংক্রমণের শুরু। তখন সংক্রমণ আটকানোর দিকে নজর দেননি মোদি। যার ফল ভুগতে হচ্ছে দেশবাসীকে। একইরকমভাবে করোনা সংক্রমণের বিষয়টিকে হাল্কাভাবে নিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। যার প্রভাব আমেরিকার ভোটে পড়েছে। তার উপর আবার নব নির্বাচিত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এর আগে মোদি সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছেন, যা বিরোধীদের প্রচারের অস্ত্র। আছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের পরাজয় যেন মোদিরই পরাজয়।

জো বিডেনের জয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভারত ও ভারতবাসীকে আশার আলো দেখাইতেছে। ভিসা থেকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পরিবেশ রক্ষা সবক্ষেত্রেই তা ইতিবাচক হতে পারে। প্রবাসীদের সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ভালো। তাই আশা করা যায়, নয়া প্রেসিডেন্টের জমানায় ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত হইবে।

কিষাণ সম্মান নিধি দুই বছরে উপভোক্তা ১১ কোটির বেশি

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

২০১৯-এর অন্তবীকালীন কেন্দ্রীয় বাজেটে ১২ কোটি ছোট ও প্রান্তিক চাষির বছরে ছয় হাজার টাকা আয় নিশ্চিত করতে ঘোষিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা। এই ঘোষণার ২৪ দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন। এই কিষাণ যোজনাই হল প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প। তবে এই প্রকল্পের কার্যকরী সূচনার দিন হিসাবে ধরা হয় ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর। আর এই হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কিবাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের দুই বছর পূর্ণ হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে এই প্রকল্পকে আমাদের ফিরে দেখা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৫ রাও ওই রাজ্যের কৃষকদের রবি ও খারিফ চাষে সহায়তার জন্য এই দুই মরশুমে ১০ হাজার টাকা প্রতি কিস্তিতে ৫ হাজার টাকা) কৃষকদের হাতে সরাসরি তুলে দিতে "রাইথু বন্ধু" চালু করেন। এই প্রকল্প বিভিন্ন মহলে কৃষিঋণ মকুবের চেয়ে ভালো প্রকল্প বলে প্রশংসিত হয়। তেলেঙ্গানার এই সাফল্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে অনকে মনে করেন।

এবার আমরা আসব প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনায় প্রথমে এই প্রকল্প যখন চালু হয়েছিল তখন যেসব ছোট ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের ২ হেস্টর পর্যন্ত জমি আছে তাদের বছরে তিন দফায় ৬০০০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে (১/৬/২০১৯) জমির পরিমাণের যে বাধা নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। সব পরিবারই এই প্রকল্পের অংশীদার হতে পারেন এখন তবে অবশ্যই কিছু শর্তে।

১০০ শতাংশ কেন্দ্রের : এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রে। অর্থাৎ এই প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে অংশ নিলে রাজ্যকে প্রকল্পব্যয়ের কিছু অংশ বহন করতে হয়। এখানে কিন্তু রাজ্য সরকারগুলিকে কোনও টাকা দিতে হয় না, শুধুমাত্র কিছু প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে হয় উপভেক্তা বাছাইয়ে। এই প্রকল্প কাদের জন্য ঃ কৃষক পরিবার যাদের নিজের নামে চাষযোগ্য জমি আছে তাঁরাই প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান প্রকল্পে আর্থিক সহায্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। চাষযোগ্য জমি

গ্রামাঞ্চলে হতে হবে এমন কোন কথা নেই, শহরাঞ্চলে জমি থাকলে এই প্রকল্পে অংশ নেওয়া যেতে পারে।

কারা এই প্রকল্পের বাইরেঃ সব কৃষক পরিবারই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, তা নয়, বেশ কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সাংবিধানিক কোন পদে থাকলে এই যোজনার সুবিধা তাঁদের জন্য নয়। তাছাড়া যারা সুবিধা পাবেন না, তাঁরা হলেন রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থানীয় সংস্থার কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্তারা এই প্রকল্পের আওতায় পারবেন না তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর মতো কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল---এরকম কিছু পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই প্রকল্প নয়। গত মূল্যায়ণ বছরে পরিবারের কেউ আয়কর দলে তাঁরাও এই প্রকল্পে সুবিধা পাবেন না।

যোগ্যতা নির্ধারণে সময়সীমা ঃ এই প্রকল্পের যোগ্যতা নির্ধারণের দিন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। এই দিনের পরে ৫ বছর যোগ্যতা নির্ধারণের কোনও পরিবর্তন গ্রাহ্য করা হবে না। ব্যতিক্রমি জমির মালিকের মৃত্যু হলে জমির উত্তরাধিকারী। পরিবার বলতে কি বোধায়ঃ স্বামী, স্ত্রী, নাবালক সন্তান নিয়েই পরিবার। রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিয়মানুসারে সেই পরিবারের নামে যে চাষযোগ্য জমি নথিভুক্ত আছে সেই পরিবার এই প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে সেই জমিই বিবেচিত হবে। আর রাজ্যের জমির নথিই একমাত্র গ্রাহ্য নথি উল্লেখ, নিজের নামে চাষযোগ্য জমি না থাকলে কোনওভাবেই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না।

কখন টাকা ঃ এই প্রকল্পে বছরে যে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয় তা মেলে তিন কিস্তিতে। চার মাস অন্তর দুই হাজার টাকা। এই প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা দেবার সময়কাল ছিল ০১,১২, ২০১৮-৩১,০৩,২০১৯। পরের কিস্তি ০১,০৪,২০১৯-৩১,০৭, ২০১৯। কিস্তির সার্কেলটি ই হিসাবেই চলবে।

টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে ঃ এই প্রকল্পের টাকা প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। রাজ্য বা অন্য কোনও সংস্থা মাঝখানে নেই। আর এজন্য প্রত্যেক উপভোক্তার নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।

আবেদনের জন্য নথিঃ নাম বয়স লিঙ্গ ও জাতি তপশিলি ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রামাণ্য নথি চাড়াও লাগবে আধার কার্ড। আসাম, মেঘালয়, জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ছাড় আছে। এছাড়া আবশ্যিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট। আর আবেদনের সময় যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাংকের আইএফএসসি কোড জানাতে হয়।

মোবাইল থাকা বাধ্যতামূলক নয়, তবে থাকলে ভালো। ব্যাংক টাকা পাঠানোর মত বিভিন্ন বার্তা সেই মোবাইল নাম্বারের জানিয়ে দেওয়া হয়।

নাম কীভাবে নথিভুক্তঃ এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে নাম নথিভুক্ত করা যেতে পারে সি এম কিষাণ সম্মান নিধি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে। এই ওয়েবসাইটের হোম পেজে রয়েছে 'ফার্মাস কর্ণার। এখানে ক্লিক করে ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে নিউ ফার্মার রেজিস্ট্রেশন গিয়ে বিস্তারিতক তথ্য প্রদান করে এই প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে নাম তোলা যেতে পারে।

অনলাইনে এইভাবে নাম নথিভুক্ত না করেও রাজ্য সরকার মনোনীত নোডাল অফিসার বা স্থানীয় রেভেনিউ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে নাম নথিভুক্ত করা যায়।

শুধুমাত্র নাম নথিভুক্ত করা ছাড়াও উপরের উল্লিখিত ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায় নাম উপভোক্ত হিসেবে উঠেছে কিনা। এছাড়া পঞ্চায়েত অফিসেরও নাম দেখা যায়।

তবে উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত করার ব্যাপারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যগুলি এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন এমন উপভোক্তাদের নাম চূড়ান্ত করে প্রকাশ করে থাকে। কোন কিষাণ অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করলেও সেই তথ্যাদি যাতাই করেন রাজ্য সরকার নিযুক্ত নোডাল অফিসার । তার পরেই নথিভুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়।

নাম না উঠলে : কোন কৃষক পরিবার আবেদন করার পর কোন কারণে

উপভোক্তার তালিকায় নাম না ঠাই পেলে অভিযোগ জানাতে যোগাযোগ করতে হবে জেলাস্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির কাছে।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার পর দেখা যেতে পারে এই প্রকল্পের সুবিধা এখন কতজন কিষাণ পাচ্ছেন। এই প্রকল্পের ওয়েবসাইট বলছে এ পর্যন্ত ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ (১০ নভেম্বর) পরিবার এই তালিকায় রয়েছেন। প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার ব্যাপারে আগ্রহী কৃষক পরিবার জমি সংক্রান্ত নথি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন বিশেষ করে জমির রেকর্ড ঠিকমত সংশোধিত না হওয়াতে। এরকম অভিযোগ কৃষক মহলে অনেক কৃষক বছর চাষবাস করছেন। এই প্রকল্পের কোন সুবিধা পাচ্ছেন না বলে এদের অনেকেই ক্ষুব। তেলেঙ্গানা, ওড়িশার মতো রাজ্য যেখানে প্রায় এই ধরনের প্রকল্প ছিল তারাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় যোগ দিয়েছে। দেশের প্রায় সব রাজ্যই এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে কারণএখানে রাজ্য সরকারের কোনও আর্থিক দায় নেই। ব্যতিক্রম আমাদের রাজ্য। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক রয়েছে। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী একটি শর্তে এই প্রকল্পে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সরাসরি উপভোভার কাছে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আপত্তির কথা জানানে হয়েছে। তবে অনেকে মনে করছেন যে কেন্দ্র রাজ্য সরকারের এই আপত্তিকে মান্যতা দেবেন না। সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ এ রাজ্যের প্রায় আট হাজার কৃষক পরিবার অনলাইনে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। রাজ্য সরকার সরকারিভাবে এই প্রকল্পের অংশীদার না হলে এইসব কৃষক পরিবার কোনও আর্থিক সুবিধা পাবেন না বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

কৃষকবন্ধ প্রকল্প : আজকের আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে যদি না আমরা এই রাজ্যের কৃষক বান্ধব দুটি বাধ্যবাধকতা নেই। মনে রাখা প্রয়োজন আয়কর আইনের ৮০সি থেকে ৮০ইউ ধারায় কোন ছাড় নেবার আগের মোট আয়ই এক্ষেত্রে ধরা হয়ে থাকে। তবে প্রবীণ, অতি প্রবীণের ক্ষেত্রে মোট আয়ের এই অংক সাধারণ করদাতার থেকে বেশি। উল্লেখ্য, মোট আয় মূল চাড়ের সীমার কম হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন জমা করা বাধ্যতামূলক। আমাদের এই আলোচনায় সে প্রসঙ্গে দু"একটি ক্ষেত্রের কথা বলাও হয়েছে। আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। একজন নাগরিক যার মোট আয় করযোগ্য আয়ের মূল জমা করতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। আজকের আলোচনায় উল্লিখিত সুবিধাগুলি তারাও ভোগ করতে পারেন। আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলে ব্যবসায় ক্ষতির জের আগামী দিনে টেনে নিয়ে যাবার সুবিধা পাওয়া যায় না। স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের দাবি আদায়ে আয়কর রিটার্ন অনেকটা সাহায্য করে, বিশেষ করে মোটর ভেহিকেলস আইন সংক্রান্ত বিষয়ে। আর এজন্য যারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করার প্রয়োজন নেই, অযথা ঝামেলা বলে ভাবছেন তারা আরও একবার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন, ক্ষতি নেই, লাভই বেশি আয়কর রিটার্ন জমা দিলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অভিনয়ের ক্ষেত্রে উনি একটা সিলেবাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণে শোক প্রকাশ দেবের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স):বাংলা ও বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আজ আর বাঙালির মধ্যে নেই। রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তারকা সাংসদ দেব।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে দেব জানিয়েছেন, " বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জন্য বড় ক্ষতি। সাঁঝের বাতির পর থেকে ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটাই ভাল হয়ে গিয়েছিল। কাজের সময় অনেক কথা হয়েছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে উনি একটা সিলেবাস, বিশ্ববিদ্যালয়। কোনওদিন ওনাকে দেখে ক্লান্ত মনে হয়নি। আমার প্রযোজনার ছবি হবুচন্দ্র রাজ গবুচন্দ্র মন্ত্রীতে উনি ভয়েসওভার দিতে রাজি হয়েছিলেন। এই বয়সেও ওনার যে এনার্জি ছিল, যেভাবে সবাইকে নিয়ে চলতেন, আমার মত যারা অভিনয় পারে না, তাদের জন্য যাতে সিন ড্রপ না হয়, সেদিকে নজর রাখতেন। ওনার আত্মার শান্তিকামনা করি"।

প্রসঙ্গত,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন অভিনেতা। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে করোনা মুক্ত হন অভিনেতা। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অবস্থার অবনতিও হয় তার। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার ডায়ালিসিস হয়েছে অভিনেতার। বুধবারই অভিনেতার ট্র্যাকিওস্টোমি করা অভিনেতার। অভিনেতাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাকরা। কিন্তু অভিনেতার বয়স ক্রমাগত চিন্তা দিয়েছে চিকিৎসকদের। শুক্রবার থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবারও অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিলেন অভিনেতা।অবস্থার কোনও উন্নতিই হয়নি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। গত ৩০ ঘন্টার মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হয়েছে। তাঁকে পুরোপুরি লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। শেষমেষ রবিবার ১২টা ১৫মিনিট নাগাদ মৃত্যুর কাছে হার মানলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চলে গেলেন না ফেরার দেশে। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

দ্রুত মতামত দ্রততর বিনাশ

প্রহেলী ধর চৌধুরী

শোশ্যাল নাওয়া পযাচক শার কতশল এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা স্বতত। সেই বৈশিষগুলি আমাদের জীবনে নানা

অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করছে। কখনও অজান্তে, আবার কখনও জেনেশুনে বিষ পানের মতো। কেমন সেই বৈশিষ্ট্য? এক, ন্যুনতম পরিশ্রমে, নিজ গৃহকোণে বসেই স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। দুই, অতি অল্প সময়েই, ব্যাপক পরিধিতে সেই মত প্রসারণের সম্ভাবনা ফলে প্রয়োজনেরই হোক বা অবকাশের, যদৃচ্ছ ব্যক্তি-মতামত নিমেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে উঠছে। আর, যেহেতু এর পরিধি বিশ্বের যে কোনও চায়ের দোকান, কফি হাউস বা ক্লাবের থেকে অনেক বেশি এবং ঢের দ্রুততর, তাই সদর্থক হোক বা নঞর্থক, ভালবাসার হোক বা গুণে বা অনলাইন? বন্ধু তথা অনুসরণকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে যে কোনও মতামতেই অন্তত কিছুজনমত সপক্ষে বাঁধা। যে কোনও বিষয়ে দেখা যায়নি। এ কথা মানতেই হয় যে, আজকেব "দিনে গঠনমূলক জনমত তৈরিতে সোশ্যাল মিডিয়ার সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। ব্যাপকতর পরিধির গুণে মুহূর্তের মধ্যে ব্যক্তিচিন্তার বিশ্বায়নঘটছে। এ যাবৎকাল চলে আসা জনমত গঠনের প্লযাটফর্মগুলিতে যে শারীরিক উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা ছিল, তাও এবার সমস্যার কথায় আসা যাক। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা নিছক মজার ছলে তৈরি নানা ভ্রান্ত তথ্য যে অতি দ্রুত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং পক্ষে-বিপক্ষে দ্রুত জনমত তৈরি হচ্ছে, তা আগেই বলেছি। আজ করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে যখন নিত্যনতুন টোটকা আবিষ্কৃত হচ্ছে, যেমন কাচা হলুদ খেয়ে শরীরে করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা বা ধুমপান করে স্বাস্থ্য বজায় রাখা, বা আযালকোহল পানে সুস্থতা থেকে হাইডিক্লোরোকুইনে রোগমুক্তি সব আইডিয়ার সপক্ষেই জনমত যাচ্ছে জুটে। ফল কী হচ্ছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একপ্রকার বিশেষ আযলকোহল সেবনে করোনামুক্ত হতে গিয়ে শুধ ইরানেই ২১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারপরও আযালকোহল পানে করোনা-মুক্তির পক্ষে বিপুল জনমত, রয়েই গিয়েছে। এর ফল যে কতটা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, তা ইউনাইটেড নেশন্স গত ১৩ এপ্রিল একটি খবরে বিবৃত করেছে। কারণ তার ফল সুদুরপ্রসারী। একে তো আজ এই অতিমারীর দিনে আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিত্তত এই অভূতপূর্ব গৃহবন্দি দশা মানসিক চাপ বৃদ্ধি তো করছে, দেশ তথা বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ আশঙ্কাও বাড়িয়ে তুলছে। "দিন আনা দিন খাওয়া" মানুষের কাছে ভাত- কাপড়ের ভাবনা, মধ্যবিস্ত চাকরিজীবীর মনে চাকরি এবং মাস মাইনের পুঁজি ও আগামিদিনে বাজারের চিন্তা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ যে তার স্বাভাবিক ন্যায়নীতির ভাবনা হারিয়ে ফেলে, তা তো আমরা ইতিহাস থেকেই জানি। সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ অধরা হলে, সমস্যার জন্য কাউকে না কাউকে দায়ী করার মাধ্যমেই মুক্তির স্বাদ লাভ হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। করোনা সংক্রমণের কারণ হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ, সম্প্রদায় বা স্তরের মানুষকে দায়ী করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কাঠগড়ায় দাড় করানো হচ্ছে এবং প্রমাণ হিসাবে নানা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ভিডিও, অডিও বা ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। গুজরাতের একটি পুরনো ভিডিওকে আজকের মেটায়াবুরুজের চিত্র হিসাবেস প্রচার করে স্প্রদায়িক জনমত তৈরি করা হচ্ছে। পুরনো এক চৈনিক মাংসের বাজারের ভিডিওকে ইউহানের করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। ইউনেস্কো-র যোগাযোগ ও তথ্য দফতরের নীতি ও কৌশল দফতরের প্রধানের মতে, এই ভূয়া খবর প্রকাশএবং প্রসারণের কারণ হতে পারে রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিসবার্থ। অর্থাৎ, কিছু মানুষ বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে এ ধরনের বিদ্বেষমূলক খবর প্রকাশ করছে।মজার ব্যাপার হল, এক বিপুলসংখাক মানুষ, বিন্দুমাত্র সত্যতা যাচাই না করে, নিমেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় একে-অন্যের সঙ্গে তা ভাগ করে নিচ্ছে। এভাবে বিদ্বেষমূলক জনমত তৈরি হচ্ছে, যার ফল কিন্তু মারাত্মক। বিশেষত ধর্মের মানুষের বাস, সেখানে আজ এই অনিশ্চয়তাপূর্ণ অস্থির সময়ে যে

করতে পারে। তৃতীয় সমস্যাটিও অত্যন্ত চিন্তার। চিন্তা-ভাবনাকে মোটা দাগে বেঁধে দিচ্ছে ও অন্ত সারশুন্য জনমত তৈরি করতে সাহায্য করছে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়া হাজারো (কোনও ঘটনা নিয়েই আর গভীরে ভাবনার অবকাশ থাকছে না। খবরের সত্যতা যাচাই না করে, নিজের মতামত প্রকাশ করা ও অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার যে সমস্যার কথা আগে বলেছি, এ তারই ফসল। জোসেফ ফার্থ ও অন্যান্যরা তাদের ২০১৯-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখান, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়া অবিরাম তথ্য কীভাবে আমাদের মনঃসংযোগ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট বদলে আংশিক ও অসম্পূর্ণ করে তুলছে। এই "সবই জানি কিন্তু কিছুই জানি না'-র যুগে সোশ্যাল মিডিয়া যেটুকু জানি, সেটুকুকেই প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে প্রমাণ করার এক অতি সহজলভ্য মাধ্যম। ফলে নিত্যনতুন বিবেচনাহীন, অবাস্তব ও

ক্ষণস্থায়ী জনমত আমাদের ঘিরে রেখেছে। এতে লাভের লাভ কিছু তো হচ্ছেই না, উলটে ভিন্ন জনমতের

মানুষগুলোর মধ্যে লড়াই বেঁধে যাচ্ছে। লড়াইয়ের মুল বিষয়টি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাসঙ্গিকতা হারালেও দন ও হিংসার আবহটা রয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে "জনমত" এতটুকু সন্দেহ আছে, তাদের উদ্দেশে বলি, ব্রেক্সিট হোক বা ২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ২০১০সালের "আরব স্প্রিং, প্রতিবাদ হোক বা ২০১১-এর লন্ডন দখলের আন্দোলনত্তত্ত সবেতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই জনমত তৈরি হয়েছে। তাই আজকের মানবজীবনে এর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। প্রশ্নটা হল, আমরা একে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করব না সৃষ্টির? আমাদের কাছে সেই পরীক্ষাই নেবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দীপাবলির সকালে উদয়পুরের মাতাবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী স্বপরিবার আরতিতে। ছবি- নিজস্ব।

ফেলুদার প্রয়াণে শোক প্রকাশ বলিউডেরও

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স): না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

রবিবার ১২.১৫ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে একটা যুগের শেষ। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড টলিউড এর পাশাপাশি শোকস্তব্ধ বলিউড।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণে টুইট করে রাহুল বোস লেখেন, "ওনার অভনীত ছবি দেখেই বড় হয়েছি। পরবর্তীকালে যখন ১৫ পার্ক এভিনিউতে ওনার সঙ্গে কাজ করি, সেটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে উনি কীভাবে কাজ করেছেন, সেই সংক্রান্ত উনি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আন্তরিকভাবে ও ওদার্যের সঙ্গে দিয়েছেন। সৌমিত্রদার সঙ্গে কাজ করাটা আমার কাছে একটা বড় বিষয় ছিল। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি"।

অনিল কাপুর লিখেছেন, "এক কিংবদন্তী ও অনুপ্রেরণা"। কোয়েনা মিত্র লিখেছেন, "কিংবদন্তীরা চিরকাল বেঁচে থাকেন"।

অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী লেখেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। স্যার, আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত আপনার অবদানের জন্য আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে। নতুন প্রজন্মের কাছে আপনি চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থেকে যাবেন"।

উল্লেখ্য, গত ৬ অক্টোবার বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তবে, তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে করোনামুক্ত হয়ে যান অভিনেতা। কিন্তু চিকিৎসকদের সূত্রে জানা যায়, রবিবার মাল্টিঅর্গান ফেলিওর, ব্রেনডেথ হয়ে মৃত্যু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার বিকেলের পর থেকেই চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান বর্ষীয়ান অভিনেতা।। রবিবার হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে সৌমিত্রের। ৪০ দিন ধরে বেলভিউতে ভর্তি ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই করোনামুক্ত শরীর একটু-একটু করে হারাতে বসেছিল রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা। ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন লাইফ সাপোর্টে রাখতেও হয়েছিল। শেষমেষ রবিবার ১২টা ১৫মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান মহীরুহ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকার প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে জারি করা শোক বার্তায় জানানো হয়েছে, "ভারতের বাংলা অভিনয় জগতের কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়- এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।" শোকবার্তায় আরও জানানো হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, প্রতিভাবান এই শিল্পীর মৃত্যুতে অভিনয় জগতের এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।" সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন রবীন্দ্রসদন চত্বরে বাংলা সংস্কৃতির কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহে পুষ্পর্ঘের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের প্রথম সচিব(প্রেস) মোফাকখারুল ইকবাল।

উল্লেখ করা যেতে পা ৮৫ বছর বয়সে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অপুর সংসার থেকে শুরু করে অরণ্যের দিনরাত্রি। ঝিন্দের বন্দী থেকে কোনি। শাখা-প্রশাখা থেকে গণশত্রু। দেখা থেকে ময়ূরাক্ষী। চলচ্চিত্র নামক শিল্পটির প্রতিটি আঙ্গিকে নিজের নিষ্ঠাবান অভিনয়ের মাধ্যমে অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করেছেন। আবৃত্তিকার, বাচিকশিল্পী, কবি সহ শিল্পভাবনার সবদিকেই নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। এমনকি ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন।

নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হলে রিমোট কন্টোল অন্যের হাতে থাকবে, দাবি তারিখ আনোয়ারের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): ফের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে বিজেপি- জেডিইউ জোটের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ ভেসে এসেছে আর যদি তরফ থেকে। পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। নীতীশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলে রিমোট কন্টোল অন্য কারোর হাতে থাকবে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা তারিক আনোয়ার।

রবিবার তারিক আনোয়ার জানিয়েছেন, বিজেপি ষড়যন্ত্র করে নীতীশকে দুর্বল করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলে রিমোট কন্টোল অন্য কারোর হাতে থাকবে। এন ডি এ জোটের মধ্যে আগে নীতীশ কুমার ভাল অবস্থানে থাকলেও এখন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন তিনি পুরোপুরি বিজেপির ওপর নির্ভরশীল। এখন বিজেপির কথা মতোই তাকে চলতে ফিরতে হবে। নির্বাচনের সময় লোকজন শক্তি পার্টি যে অবস্থান নিয়েছিল তা নিয়ে বিজেপিকে তিনি কিছু বলেননি। জে ডি ইউ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষুব্ধদের দাঁড় করিয়ে নীতীশ কুমারের শক্তিকে ক্ষয় করতে সক্ষম হয়েছে লোক জনশক্তি পার্টি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার পরিষদীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নীতীশ কুমার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিতে চলেছেন শপথ।

মোহন ভাগবতের সাক্ষাত করলেন অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ব্যারি ও''ফ্যারেল

নাগপুর, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচলক ডা: মোহন ভাগবতের সাক্ষাত করলেন ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ব্যারি ও''ফ্যারেল। রবিবার আরএসএস—এর সদর দফতরে গিয়ে মোহন ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ব্যারি ও''ফ্যারেল। সেখানে তাঁদের মধ্যে করোনা কালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে যে সাধারণ মানুষের জন্য যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। আরএসএস—এর এই সহায়তা প্রদানকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছেন ব্যারি। একথা তিনি নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন। এদিন তিনি টুইট করে জানান, তিনি সরসঙ্ঘচলক ডা: মোহন ভাগবতের সঙ্গে আছেন। যারা সংকটময় সময়ে মানুষের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন।

তাঁর এই টুইট আরএসএস-এর প্রধানের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে লিন্ডনারের মধ্যে ২০১৯ সালের বৈঠকের কথা মনে করায়। জার্মান রাষ্ট্রদূত সেই বৈঠক নিয়ে টুইট করেছিলেন ।

ন্যাশনাল প্রেস ডে উপলক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর শিলচরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন

শিলচর (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ন্যাশনাল প্রেস ডে উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৬ নভেম্বর শিলচরে কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে কনফারেন্স হল-এ এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এদিন সকাল ১১টায় জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় পর্বে অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদকর্মীদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষ্যে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এবং শিলচর প্রেস ক্লাবের

ছয়ের পাতায়

বিজয়া সম্মেলনে বরাকের পাহাড়সম সমস্যাবলি নিরসনে আকসা-র নেতৃত্বে বিকল্প শক্তির পক্ষে অভিমত

শিলচর (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র আহ্বানে রবিবার শিলচরের অভিজাত এক হোটেলে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আকসা-র প্রাক্তনী এবং বর্তমান কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন হাইলাকান্দি এসএস কলেজের অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী হিলাল উদ্দিন লস্কর।

প্রথমে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকসা-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বরাক উপত্যকার ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে বরাকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে আকসা নামের ছাত্র সংগঠন ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন করেছে। দীর্ঘ দশ বছরের আন্দোলনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে সফলতা পেয়েছে আকসা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে তিনি জানান, ছাত্র সংস্থার কর্মকর্তাদের পুলিশের লাঠিচার্জও সহ্য করতে হয়েছে। একাধিকবার গ্রেফতার হতে হয়েছে বহুজনকে। আন্দোলন বানচাল করতে বিভিন্নভাবে বিচলিত করার অপচেষ্টা করেছে সরকার। বরাকে কখনও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কখনও শিলঙে অবস্থিত নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি (নেহু)-র ক্যাম্পাস স্থাপনের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার প্রয়াস চালানো হলেও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি থেকে এক কদম দূরে সরে যায়নি আকসা ছাত্র সংগঠন। কারণ তখনকার সময় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া ছেলেমেয়েদের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে বিভিন্নভাবে। তাই বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ছিল না। এভাবে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত সংসদে শিলচরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপক্ষে আইন গৃহীত হয়। কিন্তু তখনও দেখা দেয় অন্য সমস্যা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনুরূপ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়। এতে আখেরে অসমেরই লাভ হয়েছে। শিলচর ও তেজপুরে দুটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই সাফল্যের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সাম্প্রতিককালে বরাক উপত্যকার বেকার সমস্যা তথা অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাবলি সমাধানে অনুরূপভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রদীপ দত্তরায়। আকসা-র অন্যতম সংগ্রামী পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী উৎসাহী ও ঐক্যবদ্ধ জনগণকে দেখে হর্ষো ব্যক্ত করে বলেন, ১৯৮৩ সালে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে গুয়াহাটিতে যাওয়া অনেকের সার্টিফিকেট মার্কশিট সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বিনষ্ট করে দেওয়া হতো। এছাড়া পুলিশের লাঠিপেটা, গুপ্তহত্যার শিকার হতে হয়েছে অনেককে। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তখন একত্রিত হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে ভাষা সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে বরাক উপত্যকার জনগণের কাছে। এই সংকটজনক পরস্থিতিতে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের মতো আবারও আন্দোলনের মাধ্যমে বিকল্প শক্তির চিন্তা করে বরাকের সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী। শিলচর গুরুচরণ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা এলাকার প্রবীণ প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব নিরঞ্জন দত্ত বলেন, প্রদীপ দত্তরায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে আকসা-র সংগঠিত আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সফল হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যাবতীয় অবদান আকসা ছাত্র সংগঠনের বলে অকপটে স্বীকার করেণ প্রবীণ শিক্ষাবিদ নিরঞ্জন দত্ত। এক্ষেত্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রয়াত সন্তোষমোহন দেবের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, ১৯৬১ সালে শিলচর ম্যাডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছোট একটি সাইনবোর্ড গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে লাগিয়ে সেখানেই অফিশিয়াল কাজকর্ম চলত। পরে প্রয়াত ময়নুল হক চৌধুরীর প্রচেষ্টায় শিলচরে স্থায়ী রূপ পায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি। বর্তমানে বরাক উপত্যকাকে কলোনির মতো শোষণ ও লুণ্ঠন করে শুধুমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপপ্যকার উন্নয়ন চলছে। অথচ বরাক উপত্যকায় অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। শিলচর শহরে ট্রাফিক সমস্যা জ্বলন্ত উদাহরণ হলেও ফ্লাই ওভার তৈরির কোনও হেলদোল নেই। এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার বিধায়কদের আরও দায়বদ্ধতা সহ যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দেন নিরঞ্জন দত্ত। পাশাপাশি আকসা আন্দোলনের আদলে বরাকের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার স্বার্থে একটি বলিষ্ঠ অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিকল্প চিন্তা ভাবনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রধান অতিথির ভাষণে উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে আকসার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে বিবিসি লন্ডন থেকে আকসা-র আন্দোলনের খবর সম্প্রচার করেছে। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাত্রা এতটাই তীব্রতর ছিল যে কত রাত পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে আন্দোলনকারীদের। বর্তমানে বরাকের সমস্যার প্রসঙ্গে বিধায়ক সোম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে সরকার রাস্তাঘাট, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতির আমূল উন্নয়ন ঘটছে। আগে ট্রান্সফর্মার বিকল হলে মানুষকে চাঁদা তুলে সংস্কার করাতে হতো। কিন্তু বর্তমান সরকারের উদ্যোগে এখন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হচ্ছে। শিলচরের ফ্লাই ওভারের কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। তবে ফ্লাই ওভারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জমির সমস্যা রয়েছে জানান বিধায়ক সোম। তাঁর দাবি, বরাকের সব সমস্যার সমাধান হবে। তবে সরকারকে কাজে ধৈর্যের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানে অন্যতম সেনানী প্রদীপ দত্তরায়কে সাম্মানিক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোরালো দাবি জানান বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম। ন্যায্য এই দাবিকে সকলে সমর্থন জানিয়েছেন সভায়।

বরাকের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিগত দিনের মতো এবারও জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষ প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের সহাবস্থান অব্যাহত রেখেই অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে এই উপত্যকার জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের চিন্তায় বিকল্প রাস্তা খোঁজার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বিজয়া সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেণ আধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর। এদিনের সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন প্রমোদ শ্রীবাস্তব। উপস্থিত ছিলেন আকসা-র উপদেষ্টা রূপম নন্দিপুরকায়স্থ, শরিফুজ্জামান লস্কর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রবিবার ভাইভোটার প্রথম দিনে ভাইয়ের কপালে বোনের ফোঁটা। ছবি- নিজস্ব।

এত কষ্ট পেয়েছেন, আজ মুক্তি পেলেন, শোক প্রকাশ লিলি চক্রবর্তীর

কলকাতা, ১৫নভেম্বর (হি. স.): "অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ভগবানের কাছে তার সুস্থতা কামনা করেছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না"। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এভাবেই আবেগঘন হয়ে পড়লেন অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী। তার মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

লিলি চক্রবর্তীর সঙ্গে বহু সিনেমায় একসঙ্গে দেখা গেছে সৌমিত্রবাবুকে। এদিন তার মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন তিনি। শোক প্রকাশ করে বলেন, 'কিছু বলার ভাষা খুজে পাচ্ছি না। কিছুই তো আর করার নেই। মানুষটা এত কষ্ট পেয়ে চলে গেলেন আমি ভাবতেই পারছি না।'স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে জানান, 'পান খেতে ভালোবাসতেন সৌমিত্র বাবু। যখন আমি পান খেতাম রোজ শুটিং সেটে তার জন্য একটি করে পান নিয়ে যেতাম। কিন্তু তারপর যখন পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন আমার কাছে একদিন পান চেয়েছিলেন তিনি। আমি দিতে না পারায় আমার এটেনডেন্ট তাকে পাশের দোকান থেকে পান কিনে এনে দিয়েছিল। আমাকে লিলি সুন্দরী বলে ডাকতেন তিনি।'

এর পরেই চোখের জল মুছে লিলি দেবি জানান, 'আমার মনে হচ্ছে আমার মাথার উপর থেকে ছাদটা চলে গেল। আমাদের ছাদ ছিলেন তিনি। একটা গোটা প্রতিষ্ঠান যাকে বলে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। এত কষ্ট পেয়েছেন। আজ মুক্তি পেলেন'।

এদিন অভিনেতার মরদেহ বেলভিউ হাসপাতাল থেকে দুপুর ২ টো নাগাদ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতার গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে। গল্ফ গ্রিন থেকে অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। সেখান থেকে ৩.৩০ নাগাদ অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রবীন্দ্রসদনে। ৫.৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে ছিল অভিনেতার মরদেহ। সেখান থেকে পদযাত্রা করে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতা মৃতদেহ। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সাড়ে ৬ টা নাগাদ গান স্যালুটে সম্মান জানিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতার।

তুরস্ক গ্রাঁ-প্রি''তে জয়লাভ করলেন লুইস হ্যামিল্টন

আঙ্কারা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): শেষ মুহূর্তে বাজিমাত! তুরস্ক গ্রাঁ-প্রি''তে জয়লাভ করলেন লুইস হ্যামিল্টন। কেরিয়ারে সপ্তমবার ফর্মুলা ওয়ান খেতাব জিতে মাইকেল শুমাখারের রেকর্ড স্পর্শ করলেন তিনি। পরিসংখ্যানের নিরিখে ফর্মুলা ওয়ানের ইতিহাসে এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দখলে রয়েছে হ্যামিল্টনের। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৯৪তম জয়।

তুরস্কের ভেজা রেসিং ট্র্যাকে রবিবারের রেস জিততে পারতেন যে কোনও ড্রাইভার। তবে স্টার্টিং গ্রিডে ষষ্ঠস্থান থেকে শুরু করে বাজিমাত করেন লুইস। এই রেস জয়ের মধ্যে দিয়ে সবথেকে বেশি জয়, সবথেকে বেশি পোডিয়াম ফিনিশ, সবথেকে বেশি পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম ফর্মুলা ওয়ান খেতাব জিতে শুধুমাত্র শুমাখারের রেকর্ড স্পর্শই করলেন না, তাঁকে পিছনে ফেলে সর্বকালের সেরা ড্রাইভারের মর্যাদাও নিজের দখলে রাখলেন। এদিন রেসে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন সার্জিও পেরেজ। তৃতীয় স্থানে শেষ করেন সেবাস্তিয়ান ভেটেল। হ্যামিল্টনের সতীর্থ বোত্তাস ১৪তম স্থানে শেষ করেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে সীমান্ত রক্ষীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সেরা অভিনয় আজও করা হয়নি

২০০৭ সালে চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি আয়োজন করেছিল 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রেট্রোস্পেকটিভ'। সংগঠনটির আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছিলেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত সেই সফরের একফাঁকে প্রথম আলোকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সৌমিত্র। সেখানে উঠে এসেছিল নানা অজানা তথ্য। সাক্ষাৎকার নেন জাহীদ রেজা নূর। সাক্ষাৎকারটি পুনরায় প্রকাশিত হলো।

ছেলেমানুষি প্রশ্ন হামেশাই শুনতে হয় তাঁকে। তারই একটি: কোন ছবিতে আপনি সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন, কিংবা আপনার শ্রেষ্ঠ অভিনয় কোনটি?

যে বইয়ে এ কথা ছাপা হয়েছিল, সেটার প্রকাশকাল ১৯৯৬। এরপর চলে গেছে ১১ বছর। সেরা অভিনয় কি আজও করা হয়নি?

'না।'

শেক্সপিয়রের কিং লিয়র করার ইচ্ছে আপনার। করবেন?

'করতে পারব কি না, তা তো জানি না।'

এ সময় আমাদের মনে পড়ে যায়, বলিউডে অমিতাভকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে, দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন এই তারকা। সৌমিত্র যদি মনে করেন, তিনি কিং লিয়র চরিত্রে অভিনয় করবেন, তাহলে পশ্চিম বাংলায় কি কেউ নেই, যিনি এ ছবি বানাবেন? নেই কোনো প্রযোজক? নেই কোনো পরিচালক?

সৌমিত্র বলেন, 'না, নেই। পরিচালকও নেই, প্রযোজকও নেই।'

তাহলে কি আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কিং লিয়র দেখব না?

'যদি কখনো মঞ্চে করতে পারি, সেখানে দেখতে পারেন। আসল নাটক যেটা।'

একসময় হ্যামলেট করারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বয়স নেই বলে সে ভাবনায় ইতি টেনেছেন।

মঞ্চের কথা উঠতেই চলে আসে শিশির ভাদুড়ীর কথা। তাঁর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তকে। তিনি কিন্তু বলেন, 'দেখুন. শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্তকে দেখে আমি অভিনেতা হইনি। আমি শিশির ভাদুড়ীকে দেখে অভিনেতা হয়েছি। আমি মনে করি না, শিশির ভাদুড়ীর চেয়ে বড় অভিনেতা আমি আমার সারা জীবনে দেখেছি। একজন কমপ্লিট অভিনেতার যা যা গুণ থাকা দরকার, সব তাঁর ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়, তখন তাঁর স্টেজ উঠে গেছে। আমরা একটাই নাটক একসঙ্গে করেছিলাম, প্রফুল্ল।'

প্রিয় নাট্যকারের তালিকায় পুরোনোদেরই জয়গান। গিরীশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ... বিদেশে ইবসেন, স্ট্রিনবার্গ, শেক্সপিয়র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিলিয়ান হেরমান... ভালো লাগা নাট্যকারের তালিকায় আছেন ব্রেশট, যাকে শেক্সপিয়রের পাশে বসানো যায়...

জড়ো হয়েছিলাম আমরা যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে প্রশ্ন উঠে আসছিল একের পর এক। উত্তম, সুচিত্রা, ববিতা, সত্যজিৎ রায়...

যে অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তাঁদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন কি না, এ ধরনের একটি প্রশ্নও শুনতে হলো তাঁকে। উত্তরে বললেন, 'স্বচ্ছন্দ আমি সবার সঙ্গে বোধ করি। আমি যদি অত অস্বচ্ছন্দ বোধ করতাম, তাহলে এত দিন টিকে থাকতাম নাকি?' জানালেন, 'আমার নিজের চোখে সবচেয়ে ভালো অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।'

আবার বেয়াড়া প্রশ্ন: সত্যজিৎ রায় তাঁর চৌদ্দটি ছবিতে সৌমিত্রকে নিয়েছিলেন, কিন্তু নায়ক করার সময় কেন উত্তম কুমারকে নিলেন?

জবাব দিতে গিয়ে বিচলিত হন না সৌমিত্র। বলেন, 'ওকে দরকার ছিল বলেই তো ওকে নিয়েছেন। এ রকম দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করাই শক্ত যে, সত্যজিৎ রায় কাস্টিংয়ে ভুল করেন। যাকে দরকার হয়, তাকে নিতে হয়। ওকে দরকার ছিল, তাই ওকে নিয়েছেন।'

যত নায়কই থাকুক না কেন, তাঁরা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, তাঁদের সবাইকে ম্লান করে দেওয়ার মতো অভিনয়-প্রতিভা ছিল উত্তমদার। রোমান্টিক, প্রেমিক নায়ক হিসেবে ওঁদের প্রজন্মের মধ্যে উত্তমদা ছিলেন অদ্বিতীয়

উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও সৌমিত্রকে একটু উসকে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করি, বলা হয়, ইন্টেলেকচুয়াল ছবির দিক থেকে আপনি সুপার স্টার...

কৌশলটা কাজে লাগে। শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সৌমিত্রের জয়জয়কার, সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ততটা নয়এ কথা শুরুতেই নাকচ করে দিলেন তিনি। বললেন, 'সাধারণ মানুষ যদি আমাকে না দেখত এবং বাণিজ্যিক ছবিতে আমি যদি সাফল্য না পেতাম, তাহলে আমি এ লাইনে টিকতামই না।'

উত্তমের সঙ্গে আপনার পার্থক্য?

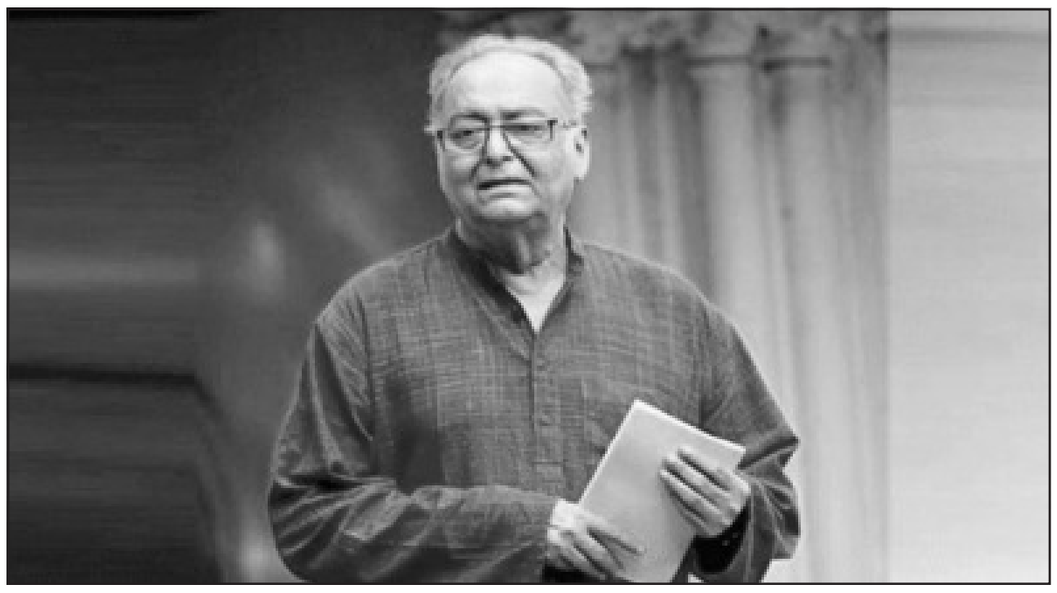

'আমরা দুজন দুটি আলাদা বলয়ের মানুষ। উত্তম কুমারের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা পশ্চিম বাংলায় কেউই হয়নি। আজ পর্যন্ত কেউ হয়নি। খুব সম্ভবত কেউই হবে না। উনি খুবই শক্তিশালী অভিনেতা।'

কিন্তু উত্তমের ব্যাপারে বলা হয়, গ্ল্যামার নেই এমন চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন না। আপনি তথাকথিত নায়কের চরিত্রের বাইরে, গ্ল্যামারহীন চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। আমরা কি বলতে পারি, এখানেই আপনাদের মূল পার্থক্য...

এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকতেই চাইলেন না সৌমিত্র, বললেন, 'কী বলবেন সেটা আপনারা জানেন। আমি নিজে তো নিজের বিচার করতে পারি না।'

তবে বললেন, 'যত নায়কই থাকুক না কেন, তাঁরা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, তাঁদের সবাইকে ম্লান করে দেওয়ার মতো অভিনয়-প্রতিভা ছিল উত্তমদার। রোমান্টিক, প্রেমিক নায়ক হিসেবে ওঁদের প্রজন্মের মধ্যে উত্তমদা ছিলেন অদ্বিতীয়।'

ব্যতিক্রমী ছবির যদি জায়গা না থাকে, তাহলে তো সেখানে সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠছে বলতে হবে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের পছন্দের ফেলুদা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেন সোনার কেল্লায় (১৯৭৪)। আটাশ বছর বয়সী ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করা... এ ধরনের গুঞ্জন উঠতেই তিনি বললেন, 'অভিনেতা যদি মনে করেন তিনি শুধু নিজের বয়সেরই অভিনয় করবেন, তাহলে তিনি কাজই পাবেন না। ফেলুর চরিত্রটি আমার মনে হয়, একজন সত্যসন্ধানীএই হিসেবে দেখাই ভালো। যে সত্যকে উন্মোচন করতে চায়। বুদ্ধি হচ্ছে তার অস্ত্র, মগজাস্ত্র। আমি এদিক থেকেই ভেবেছিলাম ও চেষ্টা করেছিলাম, এই ফেলুকে একজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে প্রকাশ করতে।' ফেলুদা সম্পর্কে এটাই সৌমিত্রের মূল্যায়ন।

বাংলা ছবির অন্যান্য পরিচালকের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের তুলনা করতে বলায় তিনি সোজা বলে দিলেন, 'পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কারও কোনো তুলনা হয় না। তুলনা করাটাই উচিত নয়। পৃথিবীতে কজন পরিচালক আছেন, যাঁদের সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন?'

আগের কালের ছবি আর একালের ছবির মধ্য পার্থক্য কী?

'আগে বেশির ভাগ ছবি হতো সাহিত্যনির্ভর। সেই পথ থেকে সত্তরের দশক থেকেই আস্তে আস্তে সরতে শুরু করেছে বাংলা ছবি। আশির দশকে প্রায় অনেকটাই সরে এসেছে। নব্বইয়ের দশকে পুরোটাই সরে এসেছে। এবং যেটা মূলধারার ছবি, তাতে অনেক ভালো পরিচালক ছিল। অজয় কর, নির্মল দে... তপন সিনহা, তরুণ মজুমদার। এখন মূলধারার ছবিতে খুব বড় পরিচালক নেই।'

হলিউড, হিন্দি ছবির রমরমা নিয়ে বলতে গিয়ে বাংলা ছবি প্রসঙ্গে আপনার মত ছিল এ রকম: 'কাজ না জানা অশিক্ষিত চিত্রনাট্য লেখক, পরিচালকে টালিগঞ্জ এখন থিকথিক করছে।' ঋতুপর্ণ ঘোষ (অসুখ), সন্দীপ রায় (নিশিযাপন), অঞ্জন দাস (সাঁঝবাতির রূপকথা), অপর্ণা সেনরা (পারমিতার একদিন) পরিচালনায় আসার পর কি অবস্থার পরিবর্তন হয়নি?'মনে হচ্ছে না। মূলধারার ছবিতে এদের প্রভাব ততটা পড়েনি। দর্শক খুব কোটারি দর্শক। যখন চোখের বালি করা হয় ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে, তখন হয়তো দর্শক হলে যায়। এখন ছবি করার যা খরচ, হিন্দি ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই রকম ছবি করতে পারা শক্ত। বাজেটের এতই তফাৎ! এতই তফাৎ! বাংলা ছবির বাজেট বাড়তে বাড়তে অনেক ছবিতে এখন প্রায় দুই কোটি টাকা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে অনেক স্টারই আছেন, যাঁরা ১০ কোটি, ১৫ কোটি টাকা করে নেন। তাহলে এখানে কী করে হবে?

'হলের দর্শক এমনিই কমে গেছে টিভি শিল্পের জন্য। তা ছাড়া কলকাতায় একটি লোককে অফিস সেরে সিনেমা হলে যেতে গেলে যে সময় লাগে, যে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়, বিশেষ করে কলকাতা, কলকাতার আশপাশের মফস্বল শহরে, তাতে কাজ সেরে গিয়ে সিনেমা দেখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আগে নয়টা অবধি সিনেমা দেখে নয়টার ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাওয়া যেত। এখন সেই নটার ট্রেন যদি ধরতে হয়, তাহলে তাকে আধঘণ্টা বাসে যেতে হবে। যে ট্রেনটা পাবে, সেটা গিয়ে পৌঁছুবে রাত বারোটায়। এ ধরনের অসুবিধার কারণে হলের দর্শক কমে গেছে।'

টেলিভিশনই কি কারণ? পুঁজিলগ্নি হচ্ছে অনেক বেশি, বিজ্ঞাপন পাচ্ছে

'লোকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সামাজিক গড়ন পাল্টে যাচ্ছে। সেখানে বাড়ি ফিরে বোতাম টিপে যদি বিনোদন পাওয়া যায়, তাহলে হল অবধি যাওয়ার মানসিকতা থাকে না।'

আপনি টিভি সিরিয়াল করে আনন্দ পান?

'ভিডিও ইন্ডাস্ট্রিকে অস্বীকার করে তো টেকা যাবে না। ছবির চেয়ে টিভি সিরিয়ালেই এখন কাজ বেশি। কাজ হিসেবে নিয়ে সেটা করি নিশ্চয়। কিন্তু টিভি সিরিয়াল, মানে ডেইলি সোপ করতে আমার ভালো লাগে না।'

ব্যতিক্রমী ছবি তো পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। বাংলাদেশেও হচ্ছে। গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদএঁরা ব্যতিক্রমী ছবি করেন। কেমন লাগে?

'ভালোই তো। ব্যতিক্রমী ছবির যদি জায়গা না থাকে, তাহলে তো সেখানে সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠছে বলতে হবে।'

বাংলাদেশের খুব বেশি ছবি দেখার সুযোগ হয়নি সৌমিত্রের।

সম্প্রতি কলকাতার নন্দনে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছে তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না'। এভাবে দুই বাংলার ছবির আদান-প্রদান কি হতে পারে না?

সৌমিত্র বলেন, 'হওয়াটা তো উচিত। কিন্তু এই হওয়ার পথে তো অনেক রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বাধা আছে। এ বাধা থাকা উচিত নয়।'

উঠে আসে কবিতা প্রসঙ্গ। আপনার প্রিয় কবি 'শক্তি' বলতেই প্রতিবাদ। 'না। সমসাময়িকদের মধ্যে প্রিয় কবি শক্তি।'

ঠিক তাই। শঙ্খ ঘোষও। সুনীলও। কিন্তু আবৃত্তির সময় রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, মাইকেল বেশি করেন। এবারও প্রতিবাদ। 'না, শক্তি, সুভাষ, সুনীল সবই করি। সমর সেন করি। এটা নির্ভর করে কারা শুনছেন তার ওপর। সুভাষের ওপর আমার ক্যাসেট আছে। জীবনানন্দ নিয়ে আছে। শক্তি-সুনীলের ওপর অবশ্য নেই।'

যে অভিনয় মানুষের জীবনের বাস্তব অবস্থাকে ব্যক্ত করতে পারে না সে অভিনয়ে আজও আমার রুচি নেইবলেছিলেন আপনি।

'আজ অবধি কি পৃথিবীতে কোনো দেশে, কোনো কালে কি এমন অভিনেতা আছে, যে নিজের পছন্দমতো রুচি আছে, এমন কাজগুলো করতে পেরেছে? অভিনয় কাজটাই হচ্ছে পরনির্ভরশীল। স্বাধীন ক্রিয়েটিভ কাজ নয়।

অর্থাৎ অন্যের কারণে আপনাকে আপস করতে হয়েছে।

'এটা খুব সহজ জিনিস। ধরুন, খুব উঁচু দরের চিত্রনাট্য, মাঝারি দরের চিত্রনাট্য, খারাপ চিত্রনাট্যতিনটিতেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। কাজের প্রডাক্টটাও সে রকমই হবে, আসল বস্তুটি যে রকম।'

ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে যেদিন কাজ থাকত, সেদিন মনে হতো দিনটি সার্থক হলো। কেন বলতেন?

'অত বড় অভিনেতার সঙ্গে কাজ করলে তো কাজ শেখা যায়...। আমি যখন ফিল্মে এসেছি, তার দশ-পনের বছর পর পর্যন্তও অসংখ্য অভিনয়শিল্পী ছিলেন, যাঁরা ভালো অভিনয় করে গেছেন। তাঁদের সময়ে অভিনয়ের রীতিটাই ছিল ভালো। সিরিয়াল-টিরিয়ালের কারণে অভিনয়টা খারাপ হয়ে গেছে। পরিচালকদের কতৃতর্রে অভাবও এর একটা কারণ।'

ইদানীং কি সেই মাপের অভিনয়শিল্পী তৈরি হচ্ছে?

'না।'

কেন?

'সেটা আমি কী করে বলব? তখন বড় বড় অভিনেতা ছিলেন। যাঁদের দেখে আমরা অভিনেতা হতে চেয়েছি।'

আমি নায়ক চরিত্রের চরিত্রাভিনেতা হতে চাই। সেই চরিত্রময় নায়কের সন্ধান করেছি সারা জীবন।বলেছিলেন আপনি। সে রকম চরিত্র কি পেয়েছেন? পেলে কোন চরিত্রগুলোকে সেই চরিত্র বলে মনে করেন? সংসার সীমান্তের অঘোর, কোনির ক্ষিতিশ, আতঙ্কের মাস্টার মশাই কি সে ধরনের চরিত্র নয়?

'হ্যাঁ, এরা অন্য ধরনের চরিত্র বটে।' স্বীকার করলেন তিনি।

বলা হয়, স্করসিসের যেমন রবার্ট ডি নিরো, ফেলিনির মার্চেল্লো মাস্ত্রোয়ানি, কুরোসাওয়ার তোশিরো মিফুনে। সত্যজিতের তেমনি আপনি। মন্তব্য করুন।

'এদের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে শক্ত। এদের সাম্প্রতিক ছবিগুলো তো আমি দেখিনি। মাস্ত্রোয়ানি ভালো, অসম্ভব ভালো। তোশিরো মিফুনের তো আমি ভক্তই ছিলাম। তবে ওদের অভিনয়ের ধারাটাই অন্য রকম। আমাদের ছবির সঙ্গে মিল নেই। এদের অভিনয় দেখে ভালো লাগে।'

আমি নিজেকে একজন খুব সামান্য মানুষ ভাবি। যে কয়েকটা কাজ করতে চায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রের সন্ধানে কি এখনো ছটফট করেন? যেমন করতেন শিশির ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাসরা? ছটফটানিটা কি যায়নি?

'না। ওটা আমি মাটি নিলে তবে যাবে।'

নাটকে কি ছটফটানিটা একটু কমে?

'নাটক করে সেই অসন্তোষটা কিছুটা মুক্ত হয়।'

কবিতার বইও বেরিয়েছে আপনার। বেশ কয়েকটা। বিক্রি হয়?

'কবিতার বই বিক্রি হয়। তবে তা নিশ্চয় সুনীল-শক্তির মতো নয়। তাতেও লোকে আমার কবিতার বই কেনে।'

এক্ষণ লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে দুটি কথা।

'সত্যজিৎ রায়ই প্রচ্ছদ করে দিতেন। নির্মাল্য আর আমি দুজনে মিলে লেখাগুলো বাছতাম। কবিতার অংশ ও কিছুই দেখত না, বলত, ওটা তুই দ্যাখ। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজটাও ছিল আমার।'

বাংলাদেশ কেমন লাগল।

'এবার ভালো লাগার অন্য রকম কারণ ছিল। কারণ এবার তো কাজ করতে আসিনি। এবারে যারা আমার এত দিনকার কাজ নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন, উৎসাহ দেখিয়েছেন, তাঁরা আমায় এ সুযোগটা করে দিয়েছেন।'

এতক্ষণে সৌমিত্রের ক্লান্ত মুখাবয়বে তাঁর সেই ট্রেডমার্ক হাসি। এই হাসিটাই আমরা চাইছিলাম। এ রকম নিষ্পাপ, সরল হাসি সবাই হাসতে পারে না।

বললেন, 'বাংলাদেশে আমার জন্য যে ভালোবাসা, যে আগ্রহ তা আমাকে স্পর্শ তো করেই, বিচলিতও করে।'

শেষ প্রশ্নের কাছে চলে আসি আমরা। কবি, লেখক, অভিনেতাকোনটিতে স্বাচ্ছন্দ্য? নিজেকে কী ভাবেন?

'নিজেকে কী ভাবি?'

একটু ভেবে নেন সৌমিত্র। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বলেন, 'আমি নিজেকে একজন খুব সামান্য মানুষ ভাবি। যে কয়েকটা কাজ করতে চায়এই।'

ছবি আঁকায় একজন শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ছয় দশক ধরে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্র ও মঞ্চে। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন। খ্যাতিমান আবৃত্তিকার ও শৌখিন চিত্রশিল্পীও। ২০১৩ সালের ১২ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্যালারিতে হয়েছিল তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলাকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এর মুখোমুখি হয়েছিলেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন। তাঁর প্রয়াণে আবার প্রকাশিত হলো সাক্ষাৎকারটি।

নাসির আলী মামুন: আপনি যদি অভিনেতা না হতেন, তাহলে কি আপনার পরিচয় প্রধানত চিত্রশিল্পী হতো?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: কী করে বলি, জীবনের এই পড়ন্তবেলায় এখন যদি কেউ এমনটা জিজ্ঞেস করে, তাহলে তো বলব, আমি চিত্রশিল্পী নই। আসলে আমার পরিচয়টা কী হতে পারত, তা কি ভেবেটেবে দেখেছি? তা তো নয়!

প্রদর্শনী চলাকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এর মুখোমুখি হয়েছিলেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন

প্রদর্শনী চলাকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এর মুখোমুখি হয়েছিলেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনছবি: ফটোজিয়াম

নাসির আলী মামুন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছবি আঁকতেন, তখন অনেক শিল্প সমালোচক বলেছিলেন, তাঁর ছবি কোনো ব্যাকরণের মধ্যে পড়ে না। পরে তাঁর ছবি কেউ উপেক্ষা করতে পারেননি। আপনার ক্ষেত্রেও কি এমন হতে পারে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: এই ছবি আমি তো লোকেদের দেখানোর জন্য আঁকিনি। এটা আমার একেবারেই নিজস্ব জীবন। আমার কিছু শিল্পী বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ছোটবেলা থেকেই। সেই ছোটবেলা থেকে আমার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল ছবি আঁকার। আমি যে বিশেষভাবে ড্রয়িং করতে শিখেছি, তা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ডুডলস, হিজিবিজি আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে তার থেকে একটা আকৃতি আমার চোখের ওপর ভাসতে শুরু করে। সেগুলো আমি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি সব সময়।এর মধ্যে আমার থিয়েটারের কাজের জন্য আমাকে অনেক সময় মঞ্চ পরিকল্পনা করতে হয়। অভিনয়ের জন্য মেকআপের পরিকল্পনা করতে হয়। সেই থেকে ওই আকার-আকৃতি তৈরি হতে থাকে। আমার ছবি ওইটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের যে সমালোচনা হয়েছিল, সেটা নেহাত, কী বলব, আমাদের দেশে রক্ষণশীল মানসিকতা খানিকটা। রবীন্দ্রনাথের ভয়ানক বড় এই পদক্ষেপ কেউ বুঝতে পারেননি। আমি তো বলব, রবীন্দ্রনাথের ছবি আর গানদুটো বস্তুতে তিনি কোনো দিন পুরোনো হবেন বলে মনে হয় না। তিনি কালোত্তীর্ণ একেবারেই।

নাসির আলী মামুন: কখনো মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আপনার ছবিতে

এসে গেছে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: ইনফ্লুয়েন্সটা আমার ভেতরে জড়িয়ে রয়েছে।

নাসির আলী মামুন: আমি দেখলাম, আপনার ছবি প্রদর্শনীতে বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষের পোর্টেট রয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, শেকসপিয়ার, ভ্যান গঘ এবং আরও অনেকের। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কোনো ছবি দেখলাম না। আপনার সঙ্গে তাঁর ঈর্ষণীয় সখ্য, তাঁর কি কোনো ছবি আঁকেননি?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: প্রতিকৃতি...খেয়ালখুশিমতো তো করি। বই পড়ার সুবিধার জন্য বুকমার্ক হিসেবে শেকসপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ ছোট লম্বা কাগজে এঁকেছিলাম, সেটাই এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিকল্পনা করে সেভাবে কারও ছবি আমি আঁকিনি। সত্যজিৎ, আর কী বলব, তিনি তো আমার মাথার ওপর এখনো ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন।

নাসির আলী মামুন: সমসাময়িক কালের ছবি আপনি দেখেন? কাদের কাজ ভালো লাগে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: বলা খুব কঠিন। পুরোনো অনেকের ছবি ভালো লাগে। আজকাল অনেক ছবি দেখা হয়ে ওঠে না। তাঁরা আধুনিক পেইন্টার। দেখছি তাঁদের ছবি, ভালো লাগে। বিশেষ কোনো নাম বলা আমার জন্য মুশকিল।

নাসির আলী মামুন: সত্যজিৎ রায় কি জানতেন আপনি ছবি আঁকেন?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: তিনি জানতেন আমি আঁকিবুঁকি করি।

নাসির আলী মামুন: তাঁকে কোন ছবি দেখিয়েছিলেন?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: এসব ছবি আমি কাউকে দেখাইনি। তিনি আমার চিত্রকর্ম দেখেননি। গত চার দশকে নিজের খেয়ালখুশিতে এঁকে এঁকে সব রেখে দিয়েছি। কী হবে জানতাম না। কেউ এসে দেখবে বা কাউকে দেখাব, প্রদর্শনী হবেএটা মনে হয়নি।

নাসির আলী মামুন: আপনি তো সেলিব্রিটি। দর্শক অন্যের ছবি দেখবে এক ভাবে আর সৌমিত্রর ছবি দেখবে আরেক ভাবে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: শুনুন, কোনো সৃষ্টিশীল কাজ উচ্চতায় না গেলে দর্শক গ্রহণ করে না, সে যে-ই হোক। আমি সৌমিত্র বলে আমাকে কেউ আলাদাভাবে দেখবে না।

নাসির আলী মামুন: ছবির মাধ্যম ও রং সম্পর্কে আপনার বিশেষ কোনো চাহিদা আছে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: যখন যা হাতের কাছে পেয়েছি, লাগিয়ে দিয়েছি। পছন্দের কোনো রং আমার নেই। রবিঠাকুরকে একবার এক বিদেশি ম্যাগাজিন অনেক প্রশ্ন করেছিল। একটা প্রশ্ন ছিল, কোন ফ্লাওয়ারটা তাঁর প্রিয়। তখন উনি বলেছিলেন, কোন ফ্লাওয়ারটা নয়, ফ্লাওয়ার মাত্রই আমার প্রিয়। সে রকম আমারও।

নাসির আলী মামুন: আপনার মুখে কম্পোজিশন তৈরি করেছেন পরিচালক। এখন আপনি কম্পোজিশন করছেন নিজের ছবি আঁকায়...

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: মাধ্যম দুটি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফিল্ম ও ছবি আঁকা তো এক হতে পারে না। দুটোর কম্পোজিশনও ভিন্ন। ফিল্মে পরিচালকের নির্দেশে কাজ করতে হয়, আর ছবি আঁকায় একজন শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে তিনি নিজেই পরিচালক।

নাসির আলী মামুন: বাংলাদেশে আপনার একটি ছবির প্রদর্শনী হওয়া দরকার। আপনার অনেক ভক্ত আছেন সেখানে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: বাংলাদেশের মানুষ আমাকে ভালোবাসে, এটা আমার জন্য গৌরবের। আসলে নতুন অনেক কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে। কলকাতার অতীত আছে, কিন্তু নতুন কাজ হচ্ছে আপনাদের ওখানেই। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপনারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমন্ত্রণ করলে নিশ্চয় বাংলাদেশে আমার চিত্রকর্মের একটি প্রদর্শনী হতে পারে। বাংলাদেশে আমার বন্ধু, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাই।

দীপাবলির দিনে রাজ্যের প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ছিল দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি- নিজস্ব।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স): মঞ্চ থেকে বড় পর্দা সর্বত্র ছিল তার অবাধ বিচরন। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত ছবির শুটিং করেছেন তিনি। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে লড়ে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রবিবার বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যু হয় অভিনেতার। অভিনেতার তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার বেলভিউ হাসপাতালে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ”আজ বিশ্ব বাংলার দুঃখের দিন” শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বেলভিউ হাসপাতালে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ” সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুধু মহানায়ক নয় তিনি মহা প্রতিভাবান। তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল পরিবারের সঙ্গে। সৌমিত্রবাবুর সঙ্গেও ফোনে কথা হয়েছিল। তিনি কিন্তু করোনা মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি করোনার কাছে হার মানেননি।আমাদের ইতিহাস হারালাম আমরা।আজ বিশ্ব বাংলার দুঃখের দিন”।

গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন অভিনেতা। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে করোনা মুক্ত হন অভিনেতা। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অবস্থার অবনতিও হয় তার। শনিবার থেকে আরও অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার। রবিবার হাসপাতালে মৃত্যু হল অভিনেতার। মৃত্যুকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান,অভিনেতার মরদেহ বেলভিউ হাসপাতাল থেকে দুপুর ২টো নাগাদ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হবে অভিনেতার গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে। গল্ফ গ্রিন থেকে অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। সেখান থেকে ৩.৩০ নাগাদ অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে রবীন্দ্রসদনে। ৫.৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে থাকবে অভিনেতার মরদেহ। সেখান থেকে পদযাত্রা করে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যর জন্য নিয়ে যাওয়া হবে অভিনেতা মৃতদেহ। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সাড়ে ৬ টা নাগাদ গান স্যালুটে সম্মান জানিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধায়ের প্রয়াণ চলচ্চিত্র জগত, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর কাজের মধ্যে বাঙালির চেতনা, ভাবাবেগ ও নৈতিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাঁর প্রয়াণে আমি শোকাহত। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি।

নিজের টুইট বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে প্রবল ভাবে শোকাহত। বাংলা চলচ্চিত্রকে নিজের অভিনয়শৈলী দিয়ে অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় রুপোলি পর্দা এক রত্নকে হারালো। তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা রইল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট এই অভিনেতার প্রয়াণে এর আগে শোক প্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ৮৫ বছর বয়সে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই দাপুটে অভিনেতা।

বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): কিংবদন্তির স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। ধরতি আবা (পৃথিবীর পিতা) হিসেবে পরিচিত বিরসা মুন্ডা আদিবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্ভীক এবং দৃঢ়চেতা মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু আদিবাসী উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিলেন। আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত করে গিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা। তাঁর জীবন ও দর্শন। সংগ্রাম ও লড়াই। সর্বদা অনুপ্রাণিত করে যাবে।

বায়ু দূষণে হাঁসফাঁস রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): দীপাবলির পর প্রথম রবিবাসরীয় সকালে বায়ুদূষণে হাঁসফাঁস রাজধানী দিল্লি। দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে ধোঁয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে সিভিল লাইন, গীতা কলোনি, আইএসবিটি এলাকায়। রাজধানীর আনন্দ বিহার এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স পিএম ২.৫ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮১, ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর চত্বরে এর পরিমাণ ৪৪৪, আইটিও- তে ৪৫৭, লোধি রোডে ৪১৪। এর থেকে প্রমাণিত দিল্লির বাতাসে বায়ু দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ছয়ের পাতায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম স্তম্ভ কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা দেশজুড়ে। শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

রবিবার টুইটারে শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মভূষণ, লিজিয়ন ডি ওনারের মতন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ, বিশ্বজোড়া অনুরাগী এবং চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ভারতীয় চলচ্চিত্র একজন কিংবদন্তিকে হারালো। ” অপু ” ট্রিলজি সহ সত্যজিৎ রায়ের একাধিক কালজয়ী সৃষ্টিতে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অভিনয়ের শিল্পে তিনি অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৮৫ বছর বয়সে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বিহারে এনডিএ জোটের পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভার এনডিএ জোটের পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হলেন নীতীশ কুমার।

রবিবার পাটনার ১ নম্বর অ্যানি মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এনডিএ জোটের বৈঠক বসে। নবনির্বাচিত বিধায়করা ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহার বিধান পরিষদের সদস্যরাও। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চার নেতা জিতেন রাম মাঝি, বিকাশ শীল ইনসান পার্টির সভাপতি মুকেশ সাহানি, বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, ভূপেন্দ্র যাদব, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এন ডি এ পরিষদীয় নেতা হওয়ায় সহজেই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন নীতীশ কুমার।

রবিবার ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অনিয়মিত কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি- নিজস্ব।

‘নন-ট্রাইবাল’ নির্যাতন : মেঘালয় উচ্চ আদালতের রায়কে সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবেন ‘শিলং টাইমস-এর সম্পাদক পেট্রিসিয়া

শিলং, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয় উচ্চ আদালতের রায়কে সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্যাট্রিসিয়া পেট্রিসিয়া মুখিম। মেঘালয়ে নন-ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীয় মানুষের উপর লাগাতার আক্রমণ বন্ধ করতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কিছু মন্তব্য করায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রথমসারি এবং মেঘালয়ের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য শিলং টাইমস-এর সম্পাদক প্যাট্রিসিয়া মুখিমের বিরুদ্ধে পুলিশ ফৌজদারি মামলা করেছে। মঙ্গলবার মেঘালয় হাইকোর্ট মুখিমের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বাতিল হবে না, তা চলবে বলে রায় দিয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বরিষ্ঠ সাংবাদিক মুখিম জানান, এ ব্যাপারে তাঁর আইনি পরামর্শ টিম সুপ্রিমকোর্টে আবেদন জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে এক বার্তালাপে প্যাট্রিসিয়া জানান, তিনি তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন, এ ধরনের টার্গেটেড আক্রমণ বন্ধ হওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত এ-সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি বা গ্রেফতারও করা হয়নি। তিনি বলেন, ফ্রি পাস পেলে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত হবে। তাই সাংবাদিক নয়, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নিতে বলেছি মাত্র।

প্যাট্রিসিয়া বলেন, লাউসতুন এলাকায় ট্রাইবাল বনাম নন-ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে লাগাতার বিদ্বেষ ও কলহ বন্ধ করতে তিনি সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের আক্রমণ বিগত ১৯৭৯ সাল থেকে চলছে। অথচ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, মেঘালয়া ইজ অ্যা ফেইলড স্টেট। নন-ট্রাইবালদের উপর পাল্টা আক্রমণেরও নজির নেই। তাই মেঘালয়ে বসবাসরত বিভিন্ন অজনজাতি জনগোষ্ঠী বরাবরের মতো এখনও টার্গেটেড আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, এতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে’, বলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক প্যাট্রিসিয়া।

এই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে মেঘালয় পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৩ (এ) / ৫০০ / ৫০০ (সি) ধারায় প্যাট্রিসিয়া মুখিমের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে সিআরপিসির ৪১ (এ) ধারা অনুসারে তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে তিনি সিআরপিসির ৪৮২ ধারা অনুসারে মেঘালয় হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিলেন। মুখিম এতে যুক্তি তুলে ধরে বলেছিলেন, ‘শুধুমাত্র পুলিশ এবং দরবার শ্নং (স্থানীয় বিচারসভা) কর্তৃক মামলা পরিচালনার বিষয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে দোদুল্যমান এই পরিস্থিতিতে হেনস্তার শিকার ব্যক্তিরা ন্যায় বিচার পাবেন এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করিছি।’

তিনি বলেন, ওই ফেসবুক পোস্টে মেঘালয়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতটুকু বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম সে বিষয়ে বিচারপতি ডব্লিউ ডিয়েঙদোহ খতিয়ে দেখেছেন। মেঘালয়ের ট্রাইবাল (জনজাতি) জনগোষ্ঠীয় মানুষের পাশাপাশি আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন নন-ট্রাইবাল ভূমিপুত্র মানুষজনের যাবতীয় অধিকার থাকার পরও কেন আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হচ্ছে, এ-সব যুক্তিসংবলিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বরিষ্ঠ এই সাংবাদিক। এছাড়া ফেসফুক পোস্টে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, বিভিন্ন শ্রেণিগোষ্ঠীর স্থানীয় জনগণের ন্যায্য অধিকার ও সুরক্ষার ভারসাম্যতার বিষয়টি বিশেষ এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করার বিষয় প্রাসঙ্গিক।

উল্লেখ্য, প্যাট্রিসিয়া মুখিম এই প্রথম নয়, এর আগে নন-ট্রাইবাল অর্থাৎ মেঘালয়ে বসবাসকারী অউপজাতি (বাঙালি, বিহারী, নেপালি, মাড়োয়ারি, সিন্ধি প্রভৃতি) জনগোষ্ঠীকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে লাগাতার সম্পাদকীয়, উত্ত-সম্পাদকীয় লিখে উপজাতি জনগোষ্ঠী খাসিদের বিরাগভাজন হয়েছেন। ২০১৮ সালের ১৭ এপ্রিল তাঁর বাড়িতে বোমা হামলাও সংগঠিত হয়েছে। কিছুদিন পর পরই উগ্র জনজাতি তথা খাসি ছাত্র সংস্থার দায়েরকৃত মামলার মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। তবুও ক্ষান্ত নেই প্যাট্রিসিয়া। এছাড়া গত বছর ‘হোয়েন জাজেজ জাজ ফর দেমসেলস’ (ঢত্ত্বদ্র জ্বান্ডত্মত্ত্বন দ্দন্ডত্মত্ত্বত্রদ্রু ঠত্ত্বদ্দন্দত্রনন্তত্রন) শিরোনামে শিলং টাইমস-এ এক উত্তর-সম্পাদকীয় লেখার দায়ে মেঘালয় হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছিল প্যাট্রিসিয়া মুখিমকে।

উল্লেখ্য, প্রথিতযশা প্রবীণ সাংবাদিক মানস চৌধুরী ‘দ্য শিলং টাইমস-এর সম্পদনার দায়িত্ব ছেড়ে এবং এর মালিকানাস্বত্ব তাঁর পত্নী শোভা চৌধুরীর নামে করে দেওয়ার পর থেকে প্রথমসারির তথা বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক পদে রয়েছেন পেট্রিসিয়া মুখিম। প্রসঙ্গত, প্রবীণ সাংবাদিক চৌধুরী রাজনীতির অঙ্গনে পা রেখে বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং মেঘালয়ের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দীপাবালি উপলক্ষ্যে দুস্থদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার প্রস্তাব রাখলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যপাল ফাগু চৌহানের কাছে কাছে গিয়ে সরকার গড়ার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখলেন নীতীশ কুমার। রাজ্যপাল তাঁকে শপথগ্রহণ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই অনুযায়ী সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সমর্থিত বিধায়কদের সই করা তালিকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নথি তুলে দেওয়া হয় রাজ্যপালের কাছে। সব যাচাই করে নীতীশ কুমারকে শপথ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান রাজ্যপাল। তবে রাজ্যের পরবর্তী উপমুখ্যমন্ত্রীকে হবেন সে বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন নীতীশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তেজস্বী যাদবের তৈরি করা প্রবল রাজনৈতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও নির্বাচনে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট। কিন্তু বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে তিন নম্বর স্থানে পৌঁছে গেছেন নীতীশ কুমারের জেডিইউ। এই নিয়ে কটাক্ষ সুর ভেসে এসেছে আরজেডি তরফ থেকে।

রবিবার ভোরে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার

কলকাতা, ১৫নভেম্বর (হি. স.): রবিবার ভোরে ফের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। সিগন্যাল ভেঙে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসে গাড়ি রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ইএম বাইপাসের কাদাপারা মরে এক মহিলাকে আচমকা ধাক্কা মারে। এর জেরে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার নাম গৌরী দে। দত্তাবাদ এলাকায় তার বাড়ি। এদিন সকালে ভোর পাঁচটা নাগাদ কাদাপারা মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন দত্তাবাদের ওই মহিলা।সেই সময় সল্টলেকের দিক থেকে আসাব বেপরোয়া গতিতে ওই গাড়িতে ধাক্কা মারে গৌরী দেবী কে। এরপর গাড়ির চাকা তে জড়িয়ে যান তিনি। সেই অবস্থাতেই পালানোর চেষ্টা করে ঘাতক গাড়িটিকে। বেশ কিছুটা চরিত্রই মহিলাকে নিয়ে যায় গাড়িটি। জ্যোতি ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে মহিলার।

এর পরেই প্রত্যক্ষদর্শীরা ধাওয়া করে ধরে ফেলে ঘাতক গাড়িটিকে। গাড়ির চালক ও এক আরোহীকে নামিয়ে মারধোর করে প্রত্যক্ষদর্শীরা। মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়ায় কাদাপারা মোড়ে। রাস্তা অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা। পুলিশ এলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে আসেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। জনতার রসের মুখ থেকে চাল ও আরোহীকে উদ্ধার করে তাদের আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বিধায়ক পরেশ পালও। অপরাধীদের কড়া শাস্তির দাবি জানান এলাকার বাসিন্দারা।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পথ অবরোধ থাকার পর পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ইতিমধ্যে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ। ঘাতক গাড়ির চালক এবং আরোহীকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঘাতক গাড়িটিকে। চালক এবং আরোহী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না সে বিষয়েও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

১৯ নভেম্বর থেকে করিমগঞ্জে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক অনলাইন ইউনিক যোগাসন প্রতিযোগিতা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের গর্ব খুদে পলক কুরির নৃত্যজ দিয়ে এবার আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ হবে। এবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে যোগাসন ট্রেনিং সেন্টার করিমগঞ্জ।

আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে যোগা এরা, কোন্নগর এবং স্বাতী যোগা অ্যান্ড ফিট পয়েন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক অনলাইন ইউনিক যোগাসন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যোগাসন ট্রেনিং সেন্টার করিমগঞ্জের প্রায় চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করবে। তিনটি বিভিগের প্রতিযোগিতায় রয়েছে আর্টিস্টিক যোগা, রিদমিক যোগা ও আসন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে ১৯ নভেম্বর বিকেল চারটায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসমের গর্ব তথা করিমগঞ্জ যোগাসন ট্রেনিং সেন্টারের ছাত্রী জি টিভি, কালারস টিভি এবং আকাশ৮-এর মতো জাতীয়স্তরের চ্যানেলের রিয়েলিটি শো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পলক কুরি নৃত্য পরিবেশন করবে।

প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তথা বিদেশ থেকেও অনেক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।

কেওড়াতলা মহশ্মশানে হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স): ফের টলিপাড়ায় নক্ষত্র পতন। মৃত্যুর কাছে হার মানলেন বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রবিবার বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যু হল অভিনেতার। রবিবার বিকেলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য। বেলভিউ হাসপাতাল থেকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে টলিপাড়ার সম্পর্ক আজকের নয়। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সকলে। প্রায় একমাস মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে রবিবার বেলা বারোটা বেজে পনোরে মিনিটে বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যু হল অভিনেতার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিনেতার মরদেহ বেলভিউ হাসপাতাল থেকে দুপুর ২ টো নাগাদ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হবে অভিনেতার গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে। গল্ফ গ্রিন থেকে অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। সেখান থেকে ৩.৩০ নাগাদ অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে রবীন্দ্রসদনে। ৫.৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে থাকবে অভিনেতার মরদেহ। সেখান থেকে পদযাত্রা করে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যর জন্য নিয়ে যাওয়া হবে অভিনেতা মৃতদেহ। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সাড়ে ৬ টা নাগাদ গান স্যালুটে সম্মান জানিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে অভিনেতার।

উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন অভিনেতা। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে করোনা

ছয়ের পাতায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোক বার্তা

কলকাতা, ১৫নভেম্বর (হি. স.): শেষ হল এক স্বর্ণ যুগের। ৮৫ বছর বয়সে রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বাংলার তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বেলভিউ হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তাও জানান তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শোক জানিয়ে লেখেন, "বাংলার তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় বাংলার সকল মানুষের হয়ে আমি আমাদের গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। যে প্রতিভাবান মানুষদের জন্য বিশ্বের দরবারে আমরা প্রতিনিধিত্ব পেয়েছি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন"।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জগৎবরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চোদ্দটি ছবি সহ তিনি দু"শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হল অপুর সংসার, চারুলতা, অভিযান, অরণ্যের দিনরাত্রি, অশনি সংকেত, সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে, ঘরে বাইরে, গণশত্রু, গণদেবতা, ঝিন্দের বন্দী, তিন ভুবনের পারে, ক্ষুধিত পাষাণ, কোনি ইত্যাদি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একাধারে ছিলেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা, পাশাপাশি অসামান্য বাচিক শিল্পী, কবি, লেখক, নাট্যকার এবং নাট্যনির্দেশক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে সারা জীবনের অবদানের জন্য চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২০১৫ সালে টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড (হল অফ ফেম) ও ২০১৭ সালে "বঙ্গবিভূষণ" সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়াও তিনি তাঁর অসামান্য অভিনয়ের জন্য পদ্মভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, বিএফজেএ অ্যাওয়ার্ড, ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি টেগোর রত্ন অ্যাওয়ার্ড সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। ফ্রান্স সরকার শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে ২০১৮ সালে তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান- "লিজিয়ন দ্য অনার"- এ ভূষিত করে।

শেষে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আমাদের আমন্ত্রণে তিনি বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করতে নজরুল মঞ্চে যেমন আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, আবার পাশাপাশি কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকেছেন। তাঁর সসম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ, আন্তরিক ব্যবহারে তিনি সকল সময়ে আমাদের চিত্ত স্পর্শ করেছেন। তাঁর মৃত্যু বাংলার জনজীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি"।

শেষকৃত্য

পাচের পাতার পর

মুক্ত হন অভিনেতা। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অবস্থার অবনতিও হয় তার। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার ডায়ালিসিস হয়েছে অভিনেতার। বুধবারই অভিনেতার ট্র্যাকিওস্টোমি করা অভিনেতার। অভিনেতাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাকরা। কিন্তু অভিনেতার বয়স ক্রমাগত চিন্তা দিয়েছে চিকিৎসকদের। শুক্রবার থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবারও অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিলেন অভিনেতা। অবস্থার কোনও উন্নতিই হয়নি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। গত ৩০ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হয়েছে। তাঁকে পুরোপুরি লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। শেষমেষ রবিবার মৃত্যুর কাছে হার মানলেন অভিনেতা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): শেষ হল এক স্বর্ণ যুগের। ৮৫ বছর বয়সে রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বাংলার তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এদিন মৃত্যুতে শোক জানান বাম পরিষদীয় দলনেতা তথা বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী।

এদিন সুজনবাবু নিজের ফেসবুকে লেখেন, "প্রয়াত হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। একজন দিকপাল। শিল্পী। চিন্তক। বাংলার আধুনিক সমাজের শক্তিশালী এক বিবেক। চলে গেলেন না ফেরার দেশে। রেখে গেলেন বহু স্মৃতি। সেই দায় পালন করাই আমাদের কাজ। গভীরতম শ্রদ্ধা। সেলাম সৌমিত্র দা"

আজ বেলা ১২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই অভিনেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সকাল সাড়ে ১১টা থেকে একটি ফিচার ছবির জন্য শুটিং করছিলেন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়োয়। দুপুর পৌনে ১টা নাগাদ তিনি শরীর খারাপ লাগছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এরপরেই তাঁকে ৬ অক্টোবর ভর্তি করানো হয় বেলভিউ হাসপাতালে।

ফিরে দেখা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স):বাঙালির ফেলুদা মানেই প্রথমে যে নামটা মাথায় আসে সেটাই হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বাঙালির ফেলুদা এখন না ফেরার দেশে। কারণ মৃত্যুর কাছে হার মেনে সকলকে কাঁদিয়ে রবিবার ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন ঠিকই কিন্তু নানান ছবিতে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত।

১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায় যখন "অপরাজিত"র জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন। তখনই তাঁর সঙ্গে ২০ বছরের সৌমিত্রর দেখা হয়। বয়স বেশি হওয়ার কারণে সেই সময় তাঁকে নেননি পরিচালক সত্যজিৎ। কিন্তু বেশি বয়সের অপুর জন্য ২০ বছরের যুবককে পছন্দ করে রেখেছিলেন তাঁর অজ্ঞাতেই। এরপর ১৯৫৯ সাল "অপুর সংসার" ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রথম পা রাখা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। এরপর সত্যজিৎ রায়ের একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে ছক্কা হাঁকিয়েছেন অভিনেতা। সত্যজিৎ রায়ের মোট ১৪টি ছবিতে কাজ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ৬০ বছরের অভিনয় জীবনে আড়াইশোর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সকলেরই জানা ২০০৪ সালে পদ্মভূষনের মতো পুরস্কার পান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।জাতীয় পুরস্কারও রয়েছে অভিনেতারভ ঝুলিতে। ২০০৬ সালে পরিচালক সুমন ঘোষের ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পান অভিনেতা। মঞ্চ থেকে বড় পর্দা একাধারে কবি, বাচিক শিল্পী তিনি। ২০১২ সালে ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান অভিনেতা। এরপর ২০১৮ সাল ফরাসি সরকারের সেরা নাগরিক সম্মান লিজিয়ঁ দনর পা। হাসপাতালে ভর্তির আগে পর্যন্ত শুটিং করেছেন অভিনেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানলেন অভিনেতা।

গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন অভিনেতা। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে করোনা মুক্ত হন অভিনেতা। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অবস্থার অবনতিও হয় তাঁর। শনিবার থেকে আরও অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার। রবিবার হাসপাতালে মৃত্যু হল অভিনেতার। মৃত্যুকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

১৯৩৫ সালে ১৯ জানুয়ারি কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে জন্ম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। কিংবদন্তি অভিনেতার ছেলেবেলা অনেকটা কেটেছে কৃষ্ণনগরে। বাবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পেশায় উকিল। মা আশালতা চট্টোপাধ্যায় গৃহবধূ। পড়াশোনা হাওড়া জেলা স্কুল থেকে। তারপর সিটি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ। কিন্তু "বেলা শেষ" একরাশ বিষন্নতা রেখে চলে গেলেন বাঙালির আদি অকৃত্রিম "ফেলুদা " সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া।

রাজধানী দিল্লি

পাচের পাতার পর

আতশবাজি এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও শনিবার রাজধানী ও তার পার্শবর্তী এলাকার সিংহভাগ অঞ্চলে এই বিধি মানা হয়নি। ফলে পরিস্থিতি বায়ুদূষণে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

কর্মসূচির আয়োজন

তিনের পাতার পর

সহযোগিতায় এদিন বিকাল তিনটায় টাউন ক্লাব গ্রাউন্ড লাগোয়া ভবনের প্রথমতলে অপর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। জাতীয় প্রেস ডে-র উপর প্রাসঙ্গিক আলোচনার পাশাপাশি করোনা যোদ্ধা সংবাদকর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিত হতে অনুরোধ করেছেন তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর।

অনলাইনে নেটওয়ার্ক ব্যবসা, প্রতারিতরা থানার দ্বারস্থ হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্য থেকে কোটি কোটি টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে একটি প্রতারক চক্র অনলাইন নেটওয়ার্ক ব্যবসার নাম দিয়ে। হাজার হাজার যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে গৃহবধূরা পর্যন্ত এই প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে আর্থিক লোকসানের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। মুনাফার ললিপপ দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদ তৈরী করা হয়। গুজরাটের কিছু প্রতারক এই চক্রের পান্ডা। ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল করোনা পরিস্থিতিতে। লকডাউন শুরু হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত এবং রুজি রোজগারের পথ সীমিত হয়ে পড়েছিল তখনই এই প্রতারক চক্র জাল বিস্তার করেছিল এসএফ১১ নাম দিয়ে।

এই এসএফ১১ নামক অনলাইন নেটওয়ার্ক ব্যবসার আড়ালে যে কত বড় বাটপারি লুকিয়ে ছিল তা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্যে আসে। বর্তমানে ওই সংস্থার কোন হদিশ নেই। ত্রিপুরার বহু মানুষ এই সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল রুজি রোজগারের আকাঙ্খা নিয়ে। প্রতারিত হয়ে অবশেষে থানার দরজায় কড়া নাড়তে হচ্ছে তাদের। পূর্ব আগরতলা থানার পর মেলাঘর থানায় এসএফ১১ এর প্রতারকদের নামধাম জানিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এফআইআর করেছেন মেলাঘরের বাসিন্দা রাজেশ পাল। তিনি থানায় দায়ের করা এফআইআরে সংস্থার কোন্ কোন্ কর্মকর্তা কিভাবে প্রতারণার জাল বিছিয়েছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। মেলাঘর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজেশ পালের সাথে আরও ছয়জন একই অভিযোগ করেছেন। এই ছয়জন হলেন, ধনপুরের ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, নলছড়ের গৌরি দেবনাথ, তামসাবাড়ির মৌসুমি কর সাহা, মেলাঘরের গৌতম ভৌমিক, পোয়াংবাড়ির জয়ন্ত নমঃ এবং করাইয়াঢেপার টিটু সরকার। তাঁরা প্রত্যেকেই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এসএফ১১ এর প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পুলিশ আশাবাদি খুব শীঘ্রই জালে ধরা পড়বে প্রতারক চক্রের রাঘববোয়ালরা।

ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবাসরীয় সকালে রাজ্যবাসী সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির কামনা করে হিন্দিতে লেখা নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলের আনন্দ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের স্বাধীনতার পর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দাবিতে বিভিন্ন গণ আন্দোলন এবং রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে গোটা দেশ। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জমানায় ২০০০ সালের এই দিনে অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ঝাড়খণ্ড। এই রাজ্যের সিংহভাগ অধিবাসী আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত।

চাম্পাহাওয়রে

● **প্রথম পাতার পর**

শোকের ছায়া নেমে আসে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অসাবধানতার কারণেই নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছেন ওই মহিলা।

রানীরবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় জনগণের আশঙ্কা মহিলা হয়তো রেললাইনের পাশ ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ রেল এসে পড়ায় তিনি সরে যেতে পারেননি। তাতে বিপত্তি ঘটেছে।

খোয়াইয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

ওনার মৃত্যু হয়। রবিবার জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইদিন মৃতদেহ গণকিষ্থিত নিজ বাসভবনে নিয়ে আসার পর গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন। এইদিকে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে আটক করেছে।

আগরতলাকে

● **প্রথম পাতার পর**

চৌমুহনী থেকে নবনির্মিত গ্রানাইট বেসের আলবার্ট এক্কা যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।সৈনিক বোর্ডের লিখিত অনুমতি এবং ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে গত এক বছরে বেশ কয়েকটি পরামর্শের পরে এটি করা হয়েছে। ২৮ মিটার বিদ্যমান ব্যাস সহ পোস্ট অফিস চৌমুহনী এই অঞ্চলে যানজটের কারণ। স্মার্ট সিটি মিশনের একই প্রকল্পের আওতায় ট্রি অফ লাইফের থিমের উপরে পোস্ট অফিস চৌমুহনিকে ১৮ মিটার হ্রাস ব্যাস দিয়ে পুনর্গঠন করা হবে।

রাজ্য সৈনিক বোর্ডের ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) জে পি তিওয়ারির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, যে ট্যাঙ্ক ও বন্দুকটি আজ স্থানান্তর করা হয়েছে, তার ত্রিপুরার পূর্বের রাজার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য তৈরি করতে কিছু লোক এনিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। একমাত্র লক্ষ্য হল একাত্তরের যুদ্ধ ও আলবার্ট এক্কার জন্য উপযুক্ত যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন তৈরির সশস্ত্র বাহিনীর দীর্ঘকালীন দাবি পূরণ করা, যা দাবি কয়েক দশক ধরে অপূর্ণ ছিল।

নিলামবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

০৩ এএ ৬৯৪৫ নম্বরের একটি ইন্ডিকা কার আমির আলি, আনোয়ার হুসেনদের হেফাজত থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার উত্তর ত্রিপুরার বাসিন্দা দুই যুবতী তাঁদের সঙ্গে সংগঠিত দুষ্কর্মের বৃত্তান্ত জানিয়ে গতকাল প্রথমে বাজারিছড়া থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে ওই দিনই তদন্তের সুবিধার্থে এফআইআরটি নিলামবাজার থানায় স্থানান্তরিত করা হয়। নিলামবাজার থানায় ২৯০/২০২০ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০(বি)/৩৭৬(ডি)/৩৭৯ ধারায় মামবা নথিভুক্ত করে পুলিশ দুরন্ত গতিতে তদন্তে নামে। করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার নিলামবাজার থানায় ঘাঁটি গেড়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি তদারকি করছেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিরঞ্জন নাথ এবং ডিএসপি (সদর) সুধন্য শুক্লবৈদ্য, নিলামবাজার থানার ওসি রাজেন পাও রংমাই সহ জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিষয়টির উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাকে দেখে উত্তর ত্রিপুরার শনিছড়ার বাসিন্দা দুই উপজাতি যুবতী একটি গাড়ি ভাড়া করে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ দুই যুবতীকে নিয়ে গাড়ি চালক বারইগ্রামের পার্শবর্তী চেরাগিতে একটি ধাবায় উঠে। খাওয়াদাওয়া করে ধাবা থেকে বের হওয়ার পর সেখানে অপেক্ষারত আরেক দল দুষ্কৃতী দুই উপজাতি যুবতীকে জবরদস্তি করে তুলে অন্য এক কারে তুলে নিলামবাজার নিয়ে যায়। সেখানে স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের পাশেই একটি নির্মীয়মাণ ভবনের ভূমিতলে এক যুবতীকে তিন এবং প্রথমতলে অন্য তিন দুষ্কৃতী অন্য যুবতীকে রাতভর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। শনিবার সামান্য ভোরের আলো ফুটলে আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ সুযোগ বুঝে ধর্ষিতা দুই যুবতী সেখান থেকে পালিয়ে যান।

তাঁরা নাকি একটি ট্রাকে উঠে প্রথমে বাজারিছড়া থানায় গিয়ে ঘটনার বৃত্তান্ত জানান। সেখানকার পুলিশ তাঁদের পাথারকান্দি থানায় সমঝে দেয়। পাথারকান্দি থানার ইনচার্জ ওসি উৎপল চন্দ ধর্ষিতা দুই যুবতীর কাছ থেকে ঘটনাস্থলের বিবরণ শুনে অনুমান করেন, ঘটনাস্থল নিলামবাজার হবে। তাই শনিবার সন্ধ্যার দিকে ওসি উৎপল চন্দ দুই যুবতীকে নিয়ে নিলামবাজার থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। দুষ্কর্মস্থল নির্মীয়মাণ ভবনের সামনে আসতেই দুই যুবতী ওসি উৎপল চন্দকে ঘটনাস্থলকে নিশ্চিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ওসি উৎপল চন্দ তাঁর সঙ্গী পুলিশকর্মীদের নিয়ে ভবনটির গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রবেশ করেন। দুই যুবতীও পুলিশের সঙ্গে ভিতরে ঢুকেন। ভিতরে তখন অবস্থানকারী এক যুবককে দেখিয়ে যুবতীদ্বয় পুলিশকে জানায়, এই ব্যক্তির নেতৃত্বেই তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ওসি উৎপল চন্দ তৎক্ষণাৎ আব্দুল আহাদ নামের ব্যক্তিকে আটক করে নিলামবাজার থানায় নিয়ে আসেন। পাথারকান্দি থানার ইনচার্জ ওসি উৎপল চন্দ ও দুই যুবতীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবগত হন। ইত্যবসরে ছুটে আসেন সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী। তিনি পুলিশের দল নিয়ে দুই যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে ফের ঘটনাস্থলে যান। দুই যুবতীর কাছ থেকে তাদেরকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা হলো এবং তাদের সঙ্গে যে দুষ্কর্ম সংগঠিত হয়েছে তার বর্ণনা শুনেন। সে অনুযায়ী পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধার করে।

ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড আব্দুল আহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যাণ পাঁচজনের নাম ঠিকানা জানতে পারে পুলিশ। সে অনুযায়ী সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী ও নিলামবাজার থানার ওসি রাজেন পাও রংমাই সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও পাঁচ ধর্ষককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা নাকি স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

সমাজের বঞ্চিত এবং নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য নিরন্তন কাজ করে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং সামাজিক সম্প্রীতিতে তাঁর ভূমিকা সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে দেশবাসীকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত করে গিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা। তাঁর জীবন ও দর্শন। সংগ্রাম ও লড়াই। সর্বদা অনুপ্রাণিত করে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

সমাজের বঞ্চিত এবং নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য নিরন্তন কাজ করে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং সামাজিক সম্প্রীতিতে তাঁর ভূমিকা সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে দেশবাসীকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত করে গিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা। তাঁর জীবন ও দর্শন। সংগ্রাম ও লড়াই। সর্বদা অনুপ্রাণিত করে যাবে।

মসজিদের

আটের পাতার পর

মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রদান করার পর ঝামেলা অবসান ঘটে।উভয়পক্ষের মধ্যে সুষ্ঠু সমাধান সূত্র বের হওয়ায় পুনরায় বক্সনগর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়। এর ফলে দীর্ঘদিনের বকেয়া সমস্যার সমাধান হলো।উল্লেখ্য সোনামুড়া সীমান্ত এলাকায় এখনও বেশ কিছু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।ওইসব সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনরা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজে আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।তবে আলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্যা মিটে যাওয়ায় আপাতত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে কোনো বাধা রইল না বলে মনে করছেন বিভিন্ন মহল।ড

জয়নগরে

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশের ধারণা। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আরও বড় ধরনের সাফল্য পেতে পারে বলে আশাবাদী। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর শহরতলী ও সীমান্তবর্তী এলাকা গুলোতে সামগ্রী মজুদ গড়ে উঠেছে। এসব নেশা সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।রাজ্যের যুবসমাজ এসব নেশা গ্রহণ করে মারাত্মক প্রবণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসন যখন রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক সেই সময় এই প্রচেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা নতুন নতুন কৌশলে তাদের নেশা বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষয়ক্ষতি

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায়।আহত মহিলার নাম রত্না দেবনাথ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন সকালে রত্না দেবনাথ নিজের বাড়িতে রান্না করছিলেন। আচমকা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে অগ্নি সংযোগ ঘটে যায়। তখন তিনি সেই আগুন নিভানোর চেষ্টা করেন। এতে তিনি আহত হন। তবে তিনি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারটি বাড়ির পাশের পুকুরের জলে ফেলে দেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা পুকুরের জল থেকে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারটিকে তুলে এনে আগুন নিভায়। এবং আহত মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায় আহত মহিলার একাংশ শরীর আগুনে ঝলসে গেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ভয়াবহ আগুনে পুড়ল বসত ঘর সহ রান্না ঘর। ঘটনা রবিবার দুপুরে কল্যাণপুর থানা এলাকার হঠাৎ কলোনি এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা হেমেন্দ্র দাসের বসত ঘর ও রান্না ঘর পুড়ে যায় এইদিন। বসত ঘরের সকল আসবাবপত্রের পাশাপাশি রান্না ঘরেরও সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইদিন দুপুরে এলাকার লোকজন হেমেন্দ্র দাসের ঘরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। তখন হেমেন্দ্র দাসের বাড়িতে কেউই ছিল না। এলাকাবাসিরা খবর দেয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। কল্যাণপুর থেকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বসত ঘর ও রান্না ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসে বাড়ির লোকজন। তবে আগুন লাগার কারন নিয়ে ধুঁয়াশা দেখা দিয়েছে। দমকল বাহিনীর এক কর্মী জানান প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে বৈদ্যুৎ এর শটসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে ঐ সময় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই আগুন লাগার কারন নিয়ে ধুঁয়াশা দেখা দিয়েছে।

কিংবদন্তি

● **প্রথম পাতার পর**

করেছিলেন। এমনই বহু স্মৃতি আজ ভীষণ মনে পড়ছে। তাঁর প্রয়াণে শূন্য আসন আর কখনও পূর্ণ হওয়ার নয়। মানিকবাবু বাংলা চলচিত্র জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

একইভাবে শোক প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মণ। তাঁর কথায়, খুবই সহজ সরল মানুষ ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আজ তাঁকে জড়িয়ে অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। তিনি বলেন, বড়দোয়ালি স্কুলের অনুষ্ঠানে প্রথম আমার গান শুনেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আমার গানের খুব প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তার পর তাঁর সাথে বৃষ্টিভেজা ভালোবাসা অ্যালবামে একত্রে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তিনি আবৃত্তি ও ভাষ্যপাঠ করেছিলেন। অতীতের স্মৃতি মনে করে তিথি দেববর্মণ বলেন, কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে স্টুডিওতে প্রথম যেদিন তাঁকে দেখেছিলাম, মনে হয়নি তিনি এত বড় মাপের একজন মানুষ। আমাকে মেয়ের মতো ভালোবাসতেন তিনি। ওই অ্যালবামে সংলাপ খুবই কঠিন ভাষায় ছিল। অথচ, রেকর্ডিঙে তাঁকে যতই দেখেছি ততই অবাক হয়েছি। তিনি জানান, ২০০৭ সালের ৩০ এপ্রিল ওই অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছিল। অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিল তা।

তিথি দেববর্মণ এদিন আবেগের সুরে বলেন, আগরতলা টাউন হল-এ ওই বছর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে একত্রে অনুষ্ঠান করেছিলাম। সেই স্মৃতি মনে হলে আজও শরীর শিউরে উঠে। কারণ, দর্শকাসন পুরো ভরতি হয়ে গেলেও মানুষ দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখেছেন। আজ তাঁর প্রয়াণে একজন প্রকৃত অভিভাবককে হারিয়েছি। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। সৌমিত্রবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি, বলেন তিথি দেববর্মণ।

প্রসঙ্গত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অন্তিমবার ত্রিপুরায় ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-র নাট্যোৎসবে এসেছিলেন।

এদিকে, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব, দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে সম্মানিত বিশিষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোকব্যক্ত করে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় একাধিকবার এসেছেন। নাট্যোৎসবে অংশ নিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরায় তাঁর বহু গুণমুগ্ধ দর্শক রয়েছেন। আজ তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরায় সংস্কৃতি-প্রেমী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এক শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার একজন কিংবদন্তি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। একজন সফল নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, কবি আবৃত্তিকার ও চিত্রশিল্পী ছিলেন সৌমিত্র। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতকে তাঁর অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একটি যুগের অবসান এবং অপূরণীয় ক্ষতি। দেশ বিদেশের অনেক পুরস্কারে সম্মানিত এই মহান শিল্পী বেঁচে থাকবেন আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে।

মুখ্যমন্ত্রী দেব প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান হল। অন্যদিকে সিপিএম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে অভিনেতার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

সর্বকালের সেরা হতে রোনালদোর দরকার ৮ গোল

আলি দাইয়ি এত দিন ছিলেন সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ১০৯ গোল নিয়ে এখনো ইরানের এই স্ট্রাইকারই আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে সিংহাসনটা খুব বেশি দিন ইরানের সাবেক তারকার থাকবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোলের শিখরে ওঠার দিকে খুব দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গতকাল অ্যান্ডোরার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে একটি গোল করে সেদিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক।দল জিতেছে ৭-০ গোলে। অ্যান্ডোরার সঙ্গে খেলা, তা—ও আবার প্রীতি ম্যাচে। পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস রোনালদোকে তাই একাদশে না রেখে একটু বিশ্রাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরতির পর তাঁকে মাঠে নামান কোচ। মারিও রুইয়ের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে স্কোরশিটে নাম লেখান ৮৫ মিনিটে। পর্তুগালের হয়ে এটি তাঁর ১০২তম গোল। আলি দাইয়িকে ছাড়িয়ে যেতে আর মাত্র ৮টি গোল লাগবে রোনালদোর।এ মাসে আরও দুটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। দুটি ম্যাচই উয়েফা নেশনস লিগে। আগামী শনিবার নিজেদের মাঠে তারা মুখোমুখি হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের। ১৭ নভেম্বর পর্তুগালকে নিজেদের মাঠে আতিথেয়তা দেবে ক্রোয়েশিয়া। অ্যান্ডোরার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচের আগে রোনালদো পর্তুগালের হয়ে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন গত ১১ অক্টোবর। উয়েফা নেশনস লিগে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র করেছিল পর্তুগাল। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সুইডেনের বিপক্ষে পরের ম্যাচে খেলতে পারেননি রোনালদো। তাঁকে ছাড়াই ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছিল পর্তুগাল।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষ ৯—এ রোনালদো ছাড়া বর্তমান ফুটবলারদের আর কেউ নেই। ৮৪ গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে কিংবদন্তি হাঙ্গেরিয়ান ফরোয়ার্ড ফেরেঙ্ক পুসকাস। চতুর্থ স্থানে থাকা জাম্বিয়ার সাবেক ফুটবলার গডফ্রে চিতালুর গোল ৭৯টি। তর্ক সাপেক্ষে সর্বকালের সেরা ফুটবলার পেলের আন্তর্জাতিক গোল ৭৭টি। ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা পেলে আছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে।

বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে রোনালদোর পরই আছেন ভারতের সুনীল ছেত্রী (৭২ গোল)। ভারতীয় স্ট্রাইকার আছেন তালিকার ১০—এ। এই সময়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে এরপরই আছেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড নেইমার। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৪০ ম্যাচ খেলে ৭১ গোল করেছেন মেসি। আর নেইমারের গোল ৬৪টি। ব্রাজিলের জার্সিতে খেলা সর্বশেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদোকে। ব্রাজিলের হয়ে ৯৮ ম্যাচ খেলা রোনালদোর গোল ৬২টি। ৬৪ গোল করতে নেইমার ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন ১০৩ ম্যাচ।

অ্যাটলেটিকোয় করোনার হানা, তবে পেছাচ্ছে না ম্যাচ

ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথাইউরোপের ফুটবল আকাশে চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে আবার সংশয়ের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। কারণ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে করোনার হানা। গত শনিবার দলটির দুজন খেলোয়াড় আনহেল কোরেয়া ও সিমে ভরসালিয়োকোর করোনা ধরা পড়েছে। তবে এ দুজনের করোনা ধরা পড়ার কারণে পেছাচ্ছে না কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও রেড বুল লাইপজিগের ম্যাচটি। আগের সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে বলে আজ জানিয়েছে ইউরোপের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা।আজ দলের বাকি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসাই এর কারণ। ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথা। অ্যাটলেটিকো-লাইপজিগ ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হওয়া নিয়ে উয়েফার এক মুখপাত্র বলেছেন, 'ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হবে। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আর কিছু বলতে পারব না।'চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে এরই মধ্যে বাদ পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, জুভেন্টাসের মতো দল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়বে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যে যেকোনো এক পরাশক্তি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো হয়তো নিজেদের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এর মধ্যেই দুজন খেলোয়াড়ের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসায় আশার সে বেলুনটা একটু চুপসেই যাওয়ার কথা অ্যাটলেটিকোর। দুজনের করোনাভাইরাস থাকলে অন্যদেরও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল অনেকেই। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন অ্যাটলেটিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনে।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পর্তুগালের লিসবনে পাড়ি জমাবে অ্যাটলেটিকো। লিসবনগামী ৯৩ সদস্যের সে দলটার করোনা পরীক্ষা করা হয় যাত্রার আগে। সে পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে করোনার অস্তিত্ব। এখন ওই দুই খেলোয়াড়কে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তবে প্রক্রিয়ার শেষ এখানেই নয়। লিসবনে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের আবার পিসিআর পরীক্ষা করা হবে। করোনা আক্রান্ত দুজনের সান্নিধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ছিলেন তাঁদের বের করা হবে। যে কারণে অনুশীলন সূচি, পর্তুগালের রাজধানীতে থাকার জায়গা, ও যাত্রার সকল কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে।অ্যাটলেটিকো এক বিবৃতিতে বলেছে, 'নতুন পরিকল্পনা খুব শিগগিরই উয়েফাকে জানানো হবে, জানানো হবে বাকি সবাইকেও।'

'শোয়েব আখতার দ্বিতীয় সারির অভিনেতা'

২০০২ সালে শারজাতে শোয়েব আখতারকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন ম্যাথু হেইডেন।

ক্রিকেট মাঠে শোয়েব আখতার ও ম্যাথু হেইডেনের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো। পাকিস্তানের শোয়েবের গতির ঝড়ের জবাবটা ব্যাট হাতে ভালোই দিতেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার হেইডেন। ব্যাট-বল ছাপিয়ে তাঁদের লড়াইটা মুখেও চলত। শারজায় অনুষ্ঠিত এক টেস্টে শোয়েবকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার এক গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন হেইডেন।২০০২ সালে শারজায় টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সামনে একেবারেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান। ইনিংস ও ১৯৮ রানে হেরেছিল তারা। দুই ইনিংসে পাকিস্তান রান করেছিল ৫৯ ও ৫৩। সেঞ্চুরি করে সেই টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেইডেন। সে ম্যাচে হেইডেনের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁকে নানাভাবে স্লেজিং করেছিলেন শোয়েব।

১৮ বছর আগের সেই ম্যাচে শোয়েবের সঙ্গে মাঠে কী হয়েছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন হেইডেন, 'আমি আখতারকে শুরু থেকেই "বি" গ্রেডের অভিনেতা বলে ডেকেছিলাম। শারজায় দুপুরে ৫৮ ডিগ্রিরও বেশি তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছিল। হাঁটার সময় আখতার আমাকে খুব খারাপ ভাষায় বলেছিল "আজ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি।" আমিও তির্যক ভাষায় বলেছিলাম, "আমি সেই চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছি। এর জন্য তুমি তিন ওভার বা ১৮টি বল পেতে যাচ্ছ।"সেদিন আখতারের মুখের ওপর জবাব দিয়েই থামেননি হেইডেন, দায়িত্বে থাকা ভারতের আম্পায়ার ভেঙ্কটরাঘবনের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শোয়েবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সে বিষয়ে হেইডেন বলেন, 'শোয়েব খুব বাজে ব্যবহার করছিল। কিন্তু সেটা আম্পায়ার ভেঙ্কটকে কীভাবে বলব, সেটা ভাবছিলাম। অনুভব করছিলাম, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই।'শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেইডেন, 'আমি শোয়েবের বোলিং মার্কে গিয়ে বলেছিলাম, ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত বল গুনছি। একবার তো শোয়েব দৌড়ে এসে যখন বল করবে, আমি সরে যাই। সে আমার দিকে দৌড়ে এসে বলে, "সমস্যা কী? " আমি বলেছিলাম, "আমার সমস্যা আছে। " আমি আম্পায়ার ভেঙ্কটকে গিয়ে বললাম, "খেলার নিয়ম অনুযায়ী কেউ শিষ্টাচার পরিপন্থী হয়ে দৌড়ে এসে আমাকে গালি দিতে পারে না।"সেই ম্যাচে ২৫৫ বলে ১১৯ রান করেছিলেন হেইডেন। তাঁর উইকেটটি নিতে পারেননি শোয়েব। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৯২.১ ওভারের মধ্যে শোয়েব বল করেছিলেন ১৪ ওভার। ৪২ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।

'ম্যারাডোনা আমার বন্ধু, তবে সেরা পেলে'

করোনাভাইরাসের আগ্রাসন না থাকলে হয়তো ভিডিও সভায় নয়, সরাসরিই দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। এর আগে লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সৌজন্যে বাংলাদেশের লিভারপুল ভক্তরা সুযোগ পেয়েছেন ক্লাবের দুই কিংবদন্তি জন বার্নস ও রবি ফাওলারকে দেখার। কিন্তু করোনার কারণে এবার তো তা সম্ভব ছিল না।

বাংলাদেশের দুটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে তাই ইয়ান রাশের ভিডিও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিল লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।সদা হাস্য লিভারপুল কিংবদন্তি সাক্ষাৎকারজুড়েই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। কখনো কৌতুকে হাসতে বাধ্য করছেন, তো কখনো নিজে হাসছেন স্মিত হাসি। তা ইয়ান রাশ যখন সামনে, প্রশ্ন তো বাঁধ মানে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্ন করার তাড়া, কিন্তু কত প্রশ্নই তো করার আছে! জানার আছে কত কিছু! তাঁর নিজের গল্প, লিভারপুলের অতীত-বর্তমান, ৩০ বছরের অপেক্ষার শেষ টেনে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের এবার ইংলিশ লিগ জয়ের অনুভূতিকথা কী আর শেষ হতে চায়!পুরোটা সময়জুড়ে রাশ যেন ছিলেন লিভারপুলের জার্সি গায়ে দিনগুলোতে প্রতিপক্ষ গোলপোস্টের সামনের 'রাশে'র মতোই স্বচ্ছন্দ, প্রাণোচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত। তা লিভারপুল নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছেই, তাঁর প্রাণের ক্লাবটার বাইরের কিছু প্রসঙ্গও চলে এসেছে আলোচনায়। মেসি না রোনালদো, পেলে না ম্যারাডোনা যেমন। এমন একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে চিরন্তন এই বিতর্কগুলোতে তাঁর বিশ্লেষণ, পছন্দ-অপছন্দ না জানলে চলে!প্রশ্ন হয়েছিল পেলে-ম্যারাডোনা বিতর্ক নিয়ে। রাশ লিভারপুলে দুই মেয়াদের মাঝে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমটা খেলেছেন ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসে। মাত্রই আর্জেন্টিনাকে ছিয়াশি বিশ্বকাপ জেতানো ডিয়েগো ম্যারাডোনা তখন নাপোলিতে আলো ছড়াচ্ছেন। তা ম্যারাডোনা তো তাঁর সময়েরই খেলোয়াড়, একসঙ্গে মাঠে অনেক স্মৃতি আছে, সামনে থেকেই খেলতে দেখেছেন। আর পেলেকে রাশ দেখেছেন শৈশবে। দুজনের মধ্যে কাকে এগিয়ে রাখবেন তিনি?প্রশ্নটা শুনে ভিডিওর ও প্রান্তে দেখা মেলে ৫৮ বছর বয়সী ওয়েলশ কিংবদন্তির হাসির। বললেন, 'এ দুজনের মধ্যে একজনের নাম নেওয়া মেসি-রোনালদোর মধ্যে কে সেরা, সে প্রশ্নের মতো হয়ে যায় অনেকটা। পেলে আমার সব সময়ের নায়ক। ম্যারাডোনা আমার অনেক ভালো বন্ধু, ইতালিতে একে অন্যের বিপক্ষে খেলেছি। ওর সঙ্গে এখনো আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তবে দুজনের মধ্যে আমি পেলেকেই বেছে নেব।'পেলে কেন, সে ব্যাখ্যায় বিশ্বকাপটাই রাশের কাছে প্রাধান্য পায়, 'তিনি মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিশ্বকাপ খেলেছেন, জিতেছেন। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন চারটি (আসলে তিনটি)। কী দুর্দান্ত ছিলেন! ম্যারাডোনাও বল পায়ে যেকোনো কিছুই করতে পারত। একই কথা বলা যায় মেসি-রোনালদোর ক্ষেত্রেও। পেলে-ম্যারাডোনা, মেসি-রোনালদো এরা প্রত্যেকেই বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে, অন্য উচ্চতায়। পেলে তাঁর সময়ে, ম্যারাডোনা ওর সময়ে, এখন মেসি-রোনালদো। তবে তিনি চারটা (তিনটি) বিশ্বকাপ জিতেছেন বলেই আমি পেলেকে ওপরে রাখব।'পেলে-ম্যারাডোনা প্রসঙ্গ যখন এসেছেই, মেসি-রোনালদো আর বাদ থাকে কেন! সে যুগে পেলে-ম্যারাডোনার মতোই গত দশ-পনেরো বছর ধরে তো এই তর্কটাই ঘিরে রেখেছে ফুটবলকে। এখানে রাশের পছন্দটা পরিষ্কারক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লিওনেল মেসির চেয়ে রোনালদোর ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ জেতার অভিজ্ঞতাই বেশি নজর কাড়ছে লিভারপুলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার। হেসে বললেন, 'জানতাম এই প্রশ্নটা আসবে। আমি রোনালদোকে বেছে নেব। শুধু এই কারণে যে ও তিনটি ভিন্ন দেশে খেলেছে। ইংল্যান্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদে এখন ইতালিতে জুভেন্টাসে। তিনটি আলাদা আলাদা দেশে ও লিগও জিতেছে।'মেসির খেলাও ভালো লাগে তাঁর, তবে রোনালদো ওই একটা জায়গাতেই এগিয়ে রাশের চোখে, 'মেসি বার্সেলোনা ছাড়া অন্য কোনো ক্লাবে, ধরুন ম্যানচেস্টার সিটিতে গিয়ে কী করে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। মেসি যেভাবে খেলে, সেটা অসাধারণ। বার্সেলোনার খেলার ধরন ওর সঙ্গে যায়। ও যদি কখনো বার্সা ছাড়ে, তাহলে বেশ সমস্যায় পড়বে ক্লাবটা। মেসি খেলোয়াড় হিসেবে এতটাই ভালো। তবু, আমি রোনালদোকেই এগিয়ে রাখব, কেননা ও তিন দেশে জিতে দেখিয়েছে।

খেলা শুরুর অনুমতি মিলেছে ফেডারেশনগুলোর

অবশেষে জেগে উঠতে শুরু করেছে ক্রীড়াঙ্গন। করোনায় স্থগিত হওয়া খেলাধুলা ও অনুশীলন শুরুর জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে গত মাসে অনুমতি চেয়েছিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। অবশেষে খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরার অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আজ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই পরামর্শের চিঠি হাতে পেয়েছে। খেলোয়াড়দের অনুশীলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সবগুলো ফেডারেশনে দ্রুত চিঠি পাঠাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনএসসি সচিব মাসুদ করিম প্রথম আলোকে বলেন, 'বিভিন্ন ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন আমাদের জানিয়েছে যে তারা খেলা শুরুর জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। এ বিষয়টি আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের জন্য বিষয়টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেই অনুমতি আমরা পেয়ে গেছি। খুব দ্রুত আমরা এ—সংক্রান্ত নির্দেশনার কথা সব ফেডারেশনকে জানিয়ে দেব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া কোভিড-১৯—এর সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতে পারবে।'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক পৃষ্ঠার স্বাস্থ্যবিধিতে ১২টি নির্দেশনা রয়েছে খেলোয়াড় ও ফেডারেশনগুলোর জন্য। খেলা ও অনুশীলন শুরুর আগে মহামারি প্রতিরোধক সরঞ্জাম মাস্ক, গ্লাভস, জীবাণুনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। মাঠে ঢোকার আগে খেলোয়াড়, কোচসহ সবার তাপমাত্রা পরীক্ষা করাতে হবে। অনুশীলন ক্যাম্পে থাকার সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করতে হবে। একজনের ব্যবহারের জিনিস আরেকজন ব্যবহার করতে পারবেন না।

অবশ্য এরই মধ্যে বিসিবির অনুমতি নিয়ে ক্রিকেটাররা নিজ উদ্যোগে অনুশীলন শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় দলের ফুটবলারদের ক্যাম্পও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বিমানবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে হকি খেলোয়াড়দের ক্যাম্প। আর্চারি ৬ আগস্ট ক্যাম্প শুরু করতে চাইলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অপেক্ষায় ছিল এত দিন।

অনুমতি মেলার পর ১৪ আগস্ট গাজীপুর শহীদ আহসানউল্লাহ স্টেডিয়ামে সব আর্চারকে রিপোর্ট করতে হবে। আর ১৭ আগস্ট হবে সবার করোনা পরীক্ষা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ পেয়ে খুশি আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন, 'অবশেষে আমরা অনুমতি পেয়েছি অনুশীলনের। খেলোয়াড়েরা সবাই খুব খুশি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা অনুশীলন শুরু করতে চাই।'

জাগরণ 16 November, 2020, Monday আগরতলা ১৬ নভেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ৩০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪১১০০

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): ভারতজুড়ে অব্যাহত করোনার বাড়বাড়ন্ত। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪১ হাজার ১০০।নিহত ৪৪৭।সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪২ হাজার ১৫৬ বলে রবিবার জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে।

ভারতে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৭৯। নিহত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৩৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮২ লক্ষ ০৫ হাজার ৭২৮। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ২১৬।

করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫ হাজার ০৪৫।সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৬ লক্ষ ০৯ হাজার ৬০৭। সবমিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ হাজার ৮০৯।

তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কর্ণাটক। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৮ হাজার ০৪৫।সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৯২। নিহত ১১ হাজার ৪৯১। দীপাবলির পরে করোনার বাড়বাড়ন্ত রাজধানী দিল্লিতে। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩২৯। নিহত ৭ হাজার ৪৩২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ০৭৮। বর্তমানে কেরলে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭ হাজার ৫০৮। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৩০।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে শুধুমাত্র ১৪ নভেম্বর, শুক্রবারে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৮ লক্ষ ০৫ হাজার ৫৮৯। সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৯।

গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে ভক্তদের ভিড় দ্বারকাধীশ মন্দিরে

কানপুর, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের কানপুরের দ্বারকাধীশ মন্দিরে বিপুল জনসমাগম। রবিবাসরীয় সকালে ভক্তদের ভিড়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ।

এদিন মন্দিরে দেখা গিয়েছে ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগের পাহাড় যা গোবর্ধন পর্বতের অনুরূপ নিবেদন করা হয় ভক্তদের তরফ থেকে। এর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ভোগ হল " অন্নকূট কি সবজি "। মন্দিরের পুরোহিত পন্ডিত প্রেম নারায়ণ জানিয়েছেন, প্রতিবছর গোবর্ধন পুজোর আয়োজন করা হয়। এ বছর পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। করোনা বিধি মেনে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে মন্দির চত্বরে। এই পুজো উপলক্ষে বহু মহিলা সারা দিন উপবাস যাপনে থাকেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভগবত পুরাণ অনুসারে গোবর্ধন পাহাড় এর মাধ্যমে বৃন্দাবনবাসীদের বাঁচিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বলা হয় এদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধা রইল। গরিবদের প্রকৃত রক্ষাকর্তা ছিলেন তিনি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে জহরলাল নেহেরুর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

বিশালগড়ে গোডাউনে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। বিশালগড় এর রঘুনাথপুর ভোলাগিরি এলাকায় একটি গোডাউনে চুরি করতে এসে দুই চোর আটক হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশালগড় এর রঘুনাথপুরের ভোলাগিরি গোডাউনে চোরের দল হানা দেয়। স্থানীয় জনগন বিষয়টি টের পেয়ে চোরদের পাকড়াও করা উদ্যোগ নেন। প্রথমে তারা চোরদের পেছনে ধাওয়া করেন। চোরের দল একে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। ওই পুকুর থেকে এক চোরকে আটক করেন স্থানীয় জনগণ। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে আটকে রাখা হয়।তারপরে খবর দেওয়া হয় গোডাউনের মালিককে। গোডাউনের মালিকের নাম প্রানতোষ সাহা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন গোডাউনের মালিক। টেনে খবর দেন বিশালগড় থানায়। খবর দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এদিকে উত্তেজিত জনতার গণপ্রহারে আটক চোর গুরুতরভাবে জখম হয়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে আটক ওই সড়কে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরই অপর এক চোরকে সেই পুকুর থেকেই আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকেও উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে একটি গাড়ি দিয়ে মোট তিনজন চুরি করতে এসেছিল। গাড়ির চালক গাড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ের রঘুনাথপুরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ওই এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য স্থানীয় জনগণের সতর্কতার কারণেই বড় ধরনের চুরির হাত থেকে রক্ষা মিলেছে।

বক্সনগরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল জামে মসজিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সোনামুড়া মহাকুমার বক্সনগর সীমান্ত এলাকায় বিতর্কিত স্থানে অবশেষে জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জামে মসজিদের ইমাম। এ উপলক্ষে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য বক্সনগর সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রয়োজনে সেখানকার জামে মসজিদ ভাঙ্গার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় এর লোকজনরা দাবি জানিয়েছিলেন বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনভাবেই বক্সনগর সীমান্ত এলাকায় মসজিদ ভাঙা যাবে না।এই দাবিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ করে রেখেছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন।শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।প্রশাসনের তরফ থেকে বিকল্পভাবে মসজিদ তৈরী করার প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।সে অনুযায়ী গত কিছুদিন আগে জেলা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ৩০লক্ষ টাকা মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রদান করা হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দীপাবলি উপলক্ষে বিজিবি-বিএসএফে মিস্টি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে বিএসএফের পক্ষ থেকে আখাউড়া চেকপোস্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য প্রতি বছরই দীপাবলি উপলক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আখাউড়া চেকপোস্ট এলাকায় নো-ম্যান্স ল্যান্ডে বিএসএফের পক্ষ থেকে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল সহকর্মী জওয়ানদের হাতেও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন।বিএসএফ জওয়ানরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন।দেশ এবং দেশবাসীর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে তারা বাড়িঘর ছেড়ে বহু দূরে অবস্থান করছেন। তারা যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা নিজেদের মতো করে স্থানীয় মানুষজনকে আপন করে নেন।দীপাবলি দুর্গোৎসব সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠেন। এবছরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।দীপাবলি উপলক্ষে বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানান।তিনি বলেন আলোর উৎসব দীপাবলি প্রত্যেকের মন থেকে অতীতের তিক্ততার ধুয়ে মুছে শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটাবে।উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

নন্দননগরে গৃহবধূ নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নন্দননগরের নির্যাতিতা এক গৃহবধূ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।নির্যাতিত গৃহবধূ অভিযোগ করেছেন তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন রা। এ ব্যাপারে তিনি আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে আইনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।নির্যাতিত গৃহবধূ আরো জানান গৃহবধূর বাপের বাড়ি থেকে ৫ লক্ষ টাকা পণ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু তারপরও বাপের বাড়ি থেকে আরো টাকা পয়সা এনে দেওয়ার জন্য গৃহবধূর ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে তার একটি সন্তান রয়েছে।চাহিদা মতো টাকা এনে দিতে না পারায় তাকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।শেষ পর্যন্তবাধ্য হয়েই গৃহবধু তার বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।গৃহবধূর আরো অভিযোগ আইনে কোন সমস্যার সমাধান না হওয়ার আগেই তার স্বামী অপর এক যুবতীকে বিয়ে করে ফেলেছে। এ বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ।অবিলম্বে অভিযুক্ত স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতা এবং প্রতারিত ওই গৃহবধূ। ওই গৃহবধূকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আরও এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষকের। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত শিক্ষকের নাম হরি দেববর্মা। তার বাড়ি হেজামারার বালুয়া বাড়ি এলাকায়। জানা যায় চাকরিচ্যুত হওয়ার পর থেকে পরিবর্তে অসহায় হয়ে পড়ে। দু'মুঠো অন্নের সংস্থান নেই। অবশ্যই তিনি মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনকি শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চাকরিচ্যুত শিক্ষক হরি দেববর্মা। চাকরিচ্যুতশিক্ষকের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত ৭০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ্য সরকার অবশ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের শীঘ্রই চাকুরীতে নিযুক্তির ব্যবস্থা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো পর্যন্ত তাদেরকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়নি।ফলে এসব অসহায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা পরিবার প্রতিপালন করতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত।অনেকে চাকুরীরত থাকা কালে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঋণের টাকা ও তারা মাসে মাসে ফেরত দিতে পারছেন না। অবিলম্বে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা না হলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবার আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে। শীঘ্রই তাদেরকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে চাকরিচ্যুত সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে চাকরিচ্যুত সংগঠনের পক্ষ থেকে হেজামারা চাকরিচ্যুত শিক্ষক হরি দেববর্মা র মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়েছে।

সিমনার ঈশানপুরে গণহত্যায় নিহতদের শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সিমনার ঈশানপুর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় সীমাঞ্চল গণ আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ দিবস পালন করা হয়েছে।১৯৯৯ সালের ১৪ নভেম্বর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা ১৮ জনকে নিশংস ভাবে ভাবে খুন করেছিল। ৫ জনকে অপহরণ করেছিল। ৫ অপহৃতের এখনো পর্যন্ত কোনো সন্ধান নেই।তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।গণহত্যার পর থেকেই সীমনা গণ আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে ইসলামপুর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় শহীদান দিবস পালন করা হচ্ছে। এবছর একুশতম শহীদান দিবস পালন করা হয়।ভোর কীর্তন এর মধ্য দিয়েই এদিন শহীদান দিবস এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এদিন শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বলেন আর কোন দিন যাতে এই রক্তাক্ত দিন ফিরে না আসে তা সবাইকেই নিশ্চিত করতে হবে। এই বীভৎস দিনের কথা মনে পড়লে ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষ আজও আঁতকে ওঠেন।

উদয়পুরে কুখ্যাত বাইক চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উদয়পুরে এক কুখ্যাত বাইক চোরকে বাইক সহ আটক করা হয়েছে। আটক চোরের নাম রাজীব দাস। জানা যায় কাকড়াবন এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়।কাকড়াবন থানার পুলিশ এ বিষয়ে রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ সহ রাজ্যের সব কটি থানাকে সতর্ক করে। রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ খবর পায় বাইক নিয়ে ওই চোর উদয়পুরের দিকে আসছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টির দিকে তীক্ষ্ণ নজরদারির ব্যবস্থা করে। ফুলকুমারী এলাকায় বাইক সহ ওই চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে রাধাকিশোর পুর থানার ওসি রাজিব দেবনাথ জানান, ফুলকুমারী এলাকার স্থানীয় জনগণ বাইক সহ চোরকে আটক করতে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন।ওই এলাকার জনগণের সহযোগিতাতেই বাইক সহচরকে তারা আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরনের সহযোগিতার জন্য ফুলকুমারী এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পুলিশ।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিককালে চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরপর এইসব বাইক চুরি করে পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সীমান্ত পথে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশও এসব চোর চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার ফলে গত কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাইক আটক করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় বাইক চোর চক্রের বেশ কয়েকজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

হালহালি বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার হালহালি বাজারে শুক্রবার গভীররাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল হালাহালি বাজারে পরপর তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করে।শনিবার সকালে স্থানীয় লোকজন ও দোকানপাটে তালা ভাঙ্গা দেখে দোকানের মালের খবর দেন।খবর পেয়ে দোকানের মালিকরা ছুটে এসে লক্ষ্য করেন প্রতিটি দোকানের তালা ভাঙ্গা।

তালা ভেঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চোরেরা প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র এবং নগদ টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিকরা কমলপুর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। যাদের দোকানে চুরি হয়েছে সেসব দোকানের মালিক হলেন অজিত নাহা, নিরেশ রায় এবং বশির আলী।কমলপুরের হালাহালি বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘিরে অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।হালাহালি বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে। পুলিশের টহলদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় মানুষজন। পুলিশের টহলদারি দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে সুরেরা এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।এদিকে কমলপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে হালাহালি বাজারে চুরির ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।তবে চুরি যাওয়া কোন জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

ধর্মনগরে নেশা সামগ্রী সহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর সার্কিট হাউজের সামনে থেকে নেশা সামগ্রীসহ দুই নেশা কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক নেশা কারবারিরা হলো সুমন মিয়া এবং মফস্বল আলী। তাদের বাড়ি কৈলাশহর এর টিলা বাজার এলাকায়।জানা যায় তারা একটি বাইকে করে নেশাজাতীয় কফ সিরাপ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেউত্তর জেলার জেলা পুলিশ সুপার পদে চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র সার্কিট হাউজের সামনে থেকে নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আটক দুই নেশাকর বনিয়েছে তারা এসব সামগ্রী চুড়াইবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে।আসাম থেকে এসব নেশা সামগ্রীই চুড়াইবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এনে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাইকে করে তারা এসব নেশা সামগ্রী কৈলাসহরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।ধর্মনগর থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ওত পেতে বসে থেকে তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হওয়ায় তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য গত দু"দিন আগেও উত্তর জেলার জেলা পুলিশ সুপার পদে চক্রবর্তী নেতৃত্বে ধর্মনগর শহর এলাকা থেকে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী আটক করা সম্ভব হয়েছে। গত কয়েকদিনে নেশাজাতীয় সামগ্রী আটক করতে গিয়ে পুলিশ ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশ সুপার পদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীদের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় হয়। ছবি-নিজস্ব।

কৈলাসহরে তিন কুখ্যাত অপরাধী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উনকোটি জেলার কৈলাশহর থেকে তিন দাগি অপরাধীকে আটক করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে রশিদ আলির বাড়ি কৈলাসহরের লক্ষ্মীপুর এলাকায়, ফরমান আলীর বাড়ি কৈলাশহর পুরো পরিষদ এর ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায় গত দুদিন আগে রশিদ আলী নামে এক বৃদ্ধকে বেধড়ক মারধর করে গুরুতর জখম করে এই তিন সমাজ দ্রোহী। বর্তমানে আহত ব্যক্তি কৈলাশহর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এ ব্যাপারে ৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন আক্রান্ত ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে কৈলাশহর থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানিয়েছেন, তারা শুধু ঐ বৃদ্ধার ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত নয় বিভিন্ন চুরি এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের সঙ্গে জড়িত।তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে।

শ্রম কমিশনারকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ৭দফা দাবিতে চা মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রম কমিশনারের অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার সেন এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কমিশনারের অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করেন। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি বলে জানিয়েছেন তিনি।ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার সেন অভিযোগ করেছেন আগাম অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও শ্রমো কমিশনার সরাসরি তাদের কাছ থেকে ডেপুটেশন স্মারকলিপি গ্রহণ করেননি। শ্রম কমিশনার এর ভূমিকায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন তিনি। চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সেবা সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগ শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সেবা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে দীপাবলি উপলক্ষে পূর্ব প্রতাপগড় গরিব মানুষের মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাস্ক-স্যানিটাইজার ইত্যাদিও প্রদান করা হয়। দিব্যাঙ্গ দের মধ্যে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। সেবা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এর অরগানাইজেশন সেক্রেটারি অন্তরা চৌধুরী জানান সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তারা এ ধরনের কাজ কর্মে নিয়োজিত করেছেন।গরিব এবং দিব্যাঙ্গ দেন সামান্য সাহায্যের জন্য দীপাবলিতে তারা পূর্ব এলাকায় সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন।অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোকেও গরীব এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেবা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।